চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 May, 2020 ■ আগরতলা, ২০ মে ২০২০ ইং ■ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চেন্নাই ফেরত রাজ্যের চারজন করোনা সংক্রমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। চেন্নাই ফেরত চারজনের দেহে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। তাদের আগামীকাল আগরতলায় আনা হবে। সবমিলিয়ে রাজ্যে ১৭৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বহির্রাজ্য ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের দেহে করোনা সংক্রমনের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনের চিন্তা বাড়িয়েছে।

আজ রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ট্যুইট বার্তায় বলেন, ৮৫০টি নমুনা পরীক্ষায় চারজনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তারা সকলেই চেন্নাই থেকে ফিরেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর ওই চারজনের মধ্যে দুইজন সিপাহীজলা জেলার, একজন ঊনকোটি এবং একজন ধলাই জেলার বাসিন্দা। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারীকের কথায় ওই চারজন করোনা আক্রান্তের পরিবারের সদস্যদের বাড়িতেই একান্তবাসে রাখা হবে। আগরতলায় ফেরত আসার পাঁচদিন পর তাদের পরিবারের সদস্যদের নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্তের ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, চারজন করোনা আক্রান্তই সাধারণ নাগরিক। তাদের সংস্পর্শে যারা রয়েছেন তাদের চিহ্নিত করতে হবে। আগরতলা রেলস্টেশনে নেমে তারা বেসরকারী গাড়িতে কিংবা নিজস্ব গাড়ি করে বাড়ি ফিরেছেন। ফলে, তাদের সংস্পর্শে আসা সকলকেই খুঁজে বের করে একান্তবাসে পাঠাবে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এদিকে, ত্রিপুরায় আরও ২৭ জন করোনা-আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাঁদের কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই বিএসএফ জওয়ান। এখন তাঁদেরকে বিএসএফ প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ৫১ জন করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে।

করোনা মোকাবিলায় নয়া চিকিৎসা নীতি মেনে আজ মঙ্গলবার ২৭ জন করোনা-আক্রান্তকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ভগৎ সিং যুব আবাসে কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন ছিলেন। নয়া চিকিৎসা নীতি অনুযায়ী করোনা আক্রান্তের ১০ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ছুটি দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ভগৎ সিং যুব আবাসে চিকিৎসাধীন করোনা-আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানরা মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। তাঁদের করোনা-র কোনও লক্ষণ ছিল না। ফলে, আজ ২৭ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে ৫১ জন করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের মধ্যে ৫ জন জিবি হাসপাতালে এবং বাকি ৪৬ জন ভগৎ সিং যুব আবাসে চিকিৎসাধীন।

ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সর্বোচ্চ। বর্তমানে এই হার ৬৮.৬৩ শতাংশ। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ২৫৩ জন। হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৪,৩৪৮ জন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমফান এর প্রভাব রাজ্যে ২০ ও ২১ মে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। আমফান-এর প্রভাবে আগামী দুদিন ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য সুপার সাইক্লোন "আমফান" ত্রিপুরায় পৌঁছনোর আগে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই শুধু ঝড়ো হওয়া এবং বৃষ্টির ঝাপ্টা সহ্য করতে হবে ত্রিপুরাকে।

নিম্নচাপ চাপ থেকে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পর আমফান-এর গতিমুখ হয়েছে উত্তর-পশ্চিম দিকে। সেটা এখন বাঁক নিয়ে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। এই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে প্রভাবিত হবে দিঘা থেকে বাংলাদেশের হাতিয়া দ্বীপ।

প্রসঙ্গত, সোমবার আমফান শক্তি বাড়িয়ে 'সুপার সাইক্লোন'-এ পরিণত হয়েছিল। আজ সামান্য দুর্বল হয়েছে। তবে এখনও ভয়ঙ্কর রূপ পরিবর্তন হয়নি। ফলে সমুদ্র থেকে স্থলভাগে আমফান প্রবল গতিবেগে আছড়ে পড়বে, তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সাগরদ্বীপ এবং সুন্দরবন অঞ্চলে ওই ঘূর্ণিঝড়ের আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিল্লিস্থিত মৌসম বিভাগ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলেছে, ওই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ২০ এবং ২১ মে ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাত হবে। সাথে ৪০-৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে বাতাস বয়ে যাবে। ইতিমধ্যে, ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব দফতর থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। ঝড়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আগাম সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলা দলকেও প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত প্রধানের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ মে।। শান্তিরবাজার রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় জলাশয় থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত নকুল বিশ্বাস গার্দাং পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয় জনমনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত শান্তিকলোনির বাসিন্দা নকুল বিশ্বাস (৬৫) গতকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটি শান্তিরবাজার থানায় জানানো হয়েছিল। রাতে অনেক খোঁজাখুজি হলেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশেষে আজ সকালে রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলসেতুর নীচে জলাশয়ে নকুল বিশ্বাসের মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। ঘটনাটি সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরবাজার থানায় জানানো হয়। খবর পেয়ে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে নিয়ে গেছে।

প্রয়াত নকুল বিশ্বাস গার্দাং পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে স্থানীয় নেতারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমেছে। নকুল বিশ্বাসের আকস্মিক প্রয়াণে সমগ্র এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর মৃত্যু আত্মহত্যা, নাকি খুন, তা নিয়ে পুলিশ ধন্দে পড়েছে।

রাজ্যে ফায়ার সার্ভিস নাম বদলে হচ্ছে ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। নাম বদলাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস-এর। কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নামকরণ হচ্ছে ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিস। আজ মঙ্গলবার ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা এই নতুন নামকরণে অনুমোদন দিয়েছে।

এ-বিষয়ে আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আইন ও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, ফায়ার সার্ভিস-এর নাম পরিবর্তনে নতুন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। তাতে ওই নাম বদলে হবে ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিস। তাঁর কথায়, ফায়ার সার্ভিস-এর কর্মীরা শুধু আগুন নেভানোর কাজে নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে। তিনি বলেন, দুর্ঘটনা, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ফায়ার সার্ভিস-এর কর্মীরা সহায়তায় এগিয়ে যান। কিন্তু, নাম শুনে মনে হয়, তাঁরা শুধু আগুন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বেই নিয়োজিত রয়েছেন। তাই নাম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নাম পরিবর্তনে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। তাঁর দাবি, খুব শীঘ্রই নতুন নামের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে।

সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানী আগরতলা শহরের নাগেরজলায় মর্ডান ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটি নর্দমাতে সদ্যোজাত এক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় জনগণ বিষয়টি প্রথমে দেখতে পান। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। কে বা কারা এই সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ ফেলে গিয়েছে তার খোজ নিচ্ছে পুলিশ।

করোনা ভীতি ঃ চেন্নাই ফেরত ৭ জনকে বাড়িতে ঢুকতে বাধা গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। লকডাউনে বাড়িতে ফিরেও বিড়ম্বনা কাটেনি। চেন্নাই থেকে ট্রেনে গৃহরাজ্য ত্রিপুরায় ফিরেছিলেন সাতজন। কিন্তু তাঁদেরকে বাড়িতে ঢুকতে দেননি প্রতিবেশীরা। ফলে তাঁদের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আজ মঙ্গলবার প্রশাসনের উদ্যোগে গ্রামবাসীদের বোঝানোর পর তাঁদের জঙ্গল থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ধলাই জেলায় কমলপুর মহকুমায় জামথুং এলাকায় সংগঠিত ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গতকাল চেন্নাই থেকে ত্রিপুরার নাগরিকদের ট্রেনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কমলপুর মহকুমার কচুছড়া থানাধীন জামথুং এলাকার সাত বাসিন্দা বাড়ি ঢুকতে পারেননি। তাঁদের প্রতিবেশীরা বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেন। ফলে তাঁরা রাতে পার্শবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নেন। আজ খবর পেয়ে মহকুমা প্রশাসন তাঁদের বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা করেছে। ওই সাতজন মূলত হালাম জনগোষ্ঠীর। তাই মহাবীর তহশিলের তহশিলদারকে গ্রামবাসীদের বোঝানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন মহকুমাশাসক। এতে তারা আশ্বস্ত হন এবং ওই সাতজন ফিরিয়ে আনতে সম্মতি দেন।

কমলপুর মহকুমাশাসক সুশান্ত সরকার বলেন, করোনা নিয়ে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিহার যাওয়ার পথে শ্রমিক ট্রেনে কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন প্রসূতি

ছবি সৌজন্যে ঃ এন এফ রেলওয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ত্রিপুরা থেকে বিহার যাওয়ার পথে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে ফুটফুটে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। ত্রিপুরায় আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকরা ওই ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন। কাটিহার স্টেশনে চিকিৎসকদের সহায়তায় ওই কন্যা সন্তান সুস্থভাবে পৃথিবীর আলো দেখতে পেরেছে। মা ও শিশু সুস্থ আছেন, এক টুইট বার্তায় এ-কথা জানিয়েছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে।

গত রবিবার ত্রিপুরায় জিরানীয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে ০৫৬২৩ নম্বরের শ্রমিক ট্রেন পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিহারের খাগারিয়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল। ওই ট্রেনে একজন গর্ভবতী মহিলা ছিলেন। কাটিহার স্টেশনে পৌছানোর আগেই তাঁর প্রসব যন্ত্রনা শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে রেল কর্মীদের সাহায্যে চিকিৎসা সহায়তা-র জন্য বলা হয়। সে মোতাবেক চিকিৎসকদের একটি দল কাটিহার স্টেশনে প্রস্তুত থাকে। গতকাল ট্রেন স্টেশনে ঢোকার সাথে সাথেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সহায়তায় ট্রেনেই প্রসব করানো হয়।

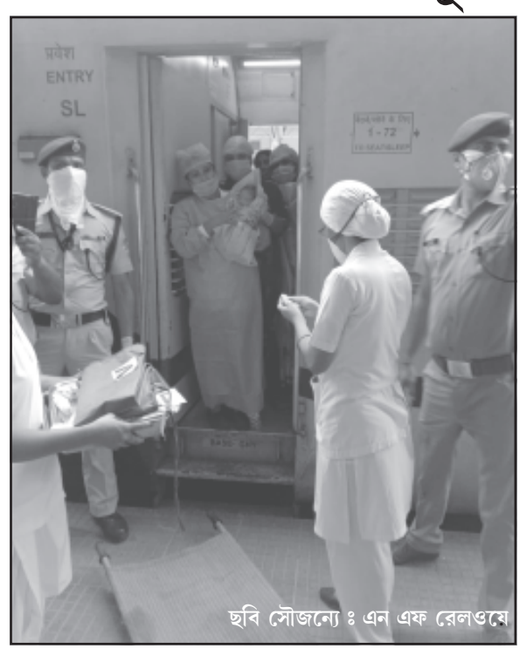

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, শ্রমিক ট্রেনে সফররত এক মহিলা কাটিহার স্টেশনে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মা ও শিশু সুস্থ আছেন। চিকিৎসকরা তাঁদের ট্রেন সফরের অনুমতি দিয়েছেন। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে সদ্যোজাত কন্যা সন্তানের সুখকর জীবনের কামনা করছে। জিআরপি-র পক্ষ থেকে নবজাতকের মা-কে খাবার ও প্রয়োজনীয় ঔষুধ দেওয়া হয়েছে। ওই শ্রমিক পরিবারের বাড়ি ফেরার খুশি দ্বিগুন মাত্রা পেয়েছে। কারণ, ত্রিপুরা সরকারের সহায়তায় তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারছেন। সাথে ট্রেনেই সন্তানের বাবা-মা হওয়ার সুখের অনুভতি পেয়েছেন।

প্রসঙ্গ- রাজ্যপালের ক্ষমতা

এডিসির উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে সংবিধান মেনেই পদক্ষেপ ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। সংবিধান মেনেই রাজ্যপালের হাতে এডিসি-র ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে। কারণ, করোনা-র প্রকোপে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। ফলে, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ-কথা জানালেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর দাবি, এডিসি-র উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য এই পদক্ষেপ ইতিবাচক ভূমিকা নেবে।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যপালের হাতে এডিসি-র ক্ষমতা হস্তান্তর এবং প্রশাসক নিযুক্তির সমস্ত প্রক্রিয়া সংবিধান মেনে করা হয়েছে। তাঁর কথায়, সারা বিশ্ব এখন করোনা-র বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমাদের রাজ্যেই একই লড়াইয়ে শামিল হয়েছে। ফলে, এখন নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

তাঁর মতে, নির্বাচন না হওয়ায় এডিসি এলাকায় উন্নয়ন থেমে থাকুক, সেটা কোনওভাবেই উচিত হবে না। তাই, সংবিধান মেনে এডিসি-র উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ জারি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এডিসি-র ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তরের সাথে সাথেই প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যপাল জিকে রাও-কে এডিসি-র প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এতে এডিসি-র কাজকর্ম থেমে থাকবে না।

তিনি বলেন, ছয় মাসের জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেই নির্বাচনের চেষ্টা করা হবে। তবে, সমস্ত কিছু করোনা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার এডিসি-কে সমস্তভাবে সহায়তা করছে। ১২টি পিছিয়ে পরা ব্লকে রেগা কার্ড হোল্ডারদের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এতে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এডিসি-র উন্নয়নে নির্দিষ্ট রূপরেখা খুব শীঘ্রই তৈরি করা হবে। তাতে, এডিসি এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, অতীতে এডিসি-র উন্নয়নে অনেক ভাষণ, প্রতিশ্রুতি শুনেছি। কিন্তু বাস্তবে তাঁর প্রতিফলন দেখা যায়নি। এখন ত্রিপুরা সরকার এডিসি-র উন্নয়নে প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে। তাতে জনজাতিদের ইতিবাচক সুফল মিলবে, দাবি করেন তিনি।

২২ মে বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে বৈঠকে সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.)।। দেশজুড়ে করোনা এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কেন্দ্রের উপর রাজনৈতিক চাপ বজায় রাখতে চান কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সেই লক্ষ্যে ২২ মে, শুক্রবার দেশের সবকটি বিরোধী দলকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন তিনি। ওদিন দুপুর তিনটে নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

সূত্রের খবর এই বৈঠকে এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার, জেএমএম নেতা তথা ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিএমকে নেতা এম কে স্টালিন, সিপিআই (এম) সীতারাম ইয়েচুরি, আরজেডি নেতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া সীমান্তে মানব চোরাচালানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দালালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন এক ব্যক্তি। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আক্রান্ত আহত ব্যক্তির নাম কাজী আবদুল কালাম। এ ব্যাপারে ৫ ভারতীয় দালালের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অভিযুক্তরা হল রহিম মিয়া, বাবুল মিয়া, ইনুস মিয়া, আনোয়ারা বেগম এবং কুলসুম আখতার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিলোনিয়ার আমজাদ নগরে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিলোনিয়ার ত্রিপুরা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিনই বাংলাদেশের নাগরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে এক শ্রেণীর দালাল। মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশিদের এরাজ্যে এনে বসবাস করার সুযোগ করে দিচ্ছেন তারা। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি বৃদ্ধি এবং অনুপ্রবেশ বন্ধে স্থানীয় নাগরিকদের সাহায্য চেয়েছে সরকার। সরকারি নির্দেশ ও আহবানকে সাড়া না দিয়ে দালালরা প্রতিদিন বাংলাদেশী নাগরিকদের রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে। দালালদের এই ধরণের কু কর্ম মেনে নিতে পারছিলেন না বিলোনিয়ার আমজাদ নগর সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা। কাজী আবদুল কালাম বিষয়টি ফোন করে বিলোনিয়া থানার পুলিশকে জানিয়েছিলেন।

তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে দালালরা আমজাদ নগরের কাজী আবদুল কালামের পরিবারের উপর সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালায়। হামলায় গৃহকর্তা কাজী আবদুল কালাম গুরুতরভাবে আহত হন এবং এক শিশুকে আসছে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী কাজী আবদুল কালামের ওপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিলোনিয়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।

উল্লেখ্য শুধুমাত্র আমজাদ নগর সীমান্ত দিয়ে নয়, সোনামুড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। দালাল চক্র এই সব এলাকায় সক্রিয় রয়েছে। স্থানীয় জনগণ প্রতিবাদ জানালে তাদের উপর হামলা ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। বিলোনিয়ার আমজাদ নগর সীমান্তের ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করে চলেছে।করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও যদি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করা না যায় তাহলে পরিণতি আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে।

এইসব অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বিএসএফের সঙ্গে দালালদের যোগাযোগ রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

বিলোনীয়া থেকে গয়ার উদ্দেশ্যে ১৭৯০ পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে রওয়ানা দিল ট্রেন

বিলোনীয়া থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে গয়াতে যায় স্পেশাল শ্রমিক ট্রেন। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ মে।। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে ত্রিপুরা থেকে ফের একটি ট্রেন বিহারের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে। বিলোনিয়া স্টেশন থেকে ১,৭৯০ জন পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ওই ট্রেন বিহারের গয়া পর্যন্ত যাবে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার এবং সাব্রুম এলাকায় বিভিন্ন ইটভাট্টা এবং অন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ওই ট্রেন আজ (মঙ্গলবার) দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে রওয়ানা দিয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, বিলোনিয়ার মহকুমাশাসক মানিকলাল দাস সবুজ পতাকা নেড়ে ওই শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের যাত্রা সূচনা করেন।

লকডাউনে সারা দেশে প্রচুর মানুষ আটকে পড়েছেন। বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে। ফলে, ত্রিপুরা সরকারও রাজ্যে আটক পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি পাঠানোর উদ্যোগ নেয়। গত রবিবার একটি ট্রেন পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে বিহারের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিল। আজ আরেকটি ট্রেন বিলোনিয়া থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে বিহারের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে। এতে ১,৭৯০ জন যাত্রী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩১৩টি শিশুও আছে। ট্রেনে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি পাঠানোর সমস্ত খরচ ত্রিপুরা সরকার বহন করছে।

এই সফরে পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন, সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক, বিলোনিয়া মহকুমাশাসক ও পদস্থ আধিকারিকরা মঙ্গলবার সকালে বিলোনিয়া রেল স্টেশনে গিয়ে সব ধরনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২১৬ ◘ ২০ মে
২০২০ ইং ◘৬ জ্যৈষ্ঠ ◘ বুধবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অভিযুক্ত চিন

অভিযোগ তো মারাত্মক। এই অভিযোগের ফয়সলা না হইলে গোটা বিশ্ববাসী অন্ধকারে হাতরাইবে। গভীর ষড়যন্ত্রের আঙুল যে দেশের বিরুদ্ধে উঠিয়াছে তাহা পরিস্কার হইবার সুযোগ বাড়িবে। বিশ্বে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর দায়ে চিনকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। এই অভিযোগে শীর্ষমণি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প শুধু চিনকেই বিদ্ধ করেন নাই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'কে। এতবড় অভিযোগ যেখানে উঠিয়াছে সেখানে তাহাকে বিনা তদন্তে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। উচ্চ পর্য্যায়ে তদন্ত করিয়া তাহা বিশ্ববাসীকে অবগত করানো উচিত। তাহা না হইলে এত বড় অভিযোগ এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। চিনের বিরুদ্ধে এইবার ১৬২টি দেশ এককাট্টা হইয়াছে। করোনা সংক্রমণের উৎস খুঁজিতে চিনের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'হু'র কাছে ভারত সহ ৬২টি দেশ দাবী জানাল। সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বৃহত্তম বার্ষিক বৈঠকে এই দাবী জানানো হইয়াছে। শুধু করোনা ভাইরাসের সংক্রমনই নয়, পাশাপাশি এই মহামারী সম্পর্কে 'হু'র ভূমিকা নিয়াও স্বতন্ত্র তদন্তের আহ্বান জানানো হইয়াছে। করোনা ভাইরাস নিয়া নিরপেক্ষ তদন্তে 'হু' কে সামিল করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছেন অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী মেরিম পেইন। তাঁহার মতে 'হু'কে করোনা ভাইরাসের তদন্ত করিতে দেওয়া অনেকটাই শিকারীকে শিকার বন্ধ করিয়া বনাঞ্চলের দেখাশোনা করিতে দেওয়ার মতোই'।

গত বছরের নভেম্বরে করোনা সংক্রমণ শুরু হয় চিনের হুবেই প্রদেশে। ভর কেন্দ্র ছিল উহান। তাহার পর বিশ্বের ১৮৫টি দেশে সেই সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়ে। ইতিমধ্যেই এই ভাইরাসে সংক্রমিত হইয়াছেন ৪৭ লক্ষ মানুষ। মৃত্যু হইয়াছে তিন লক্ষেরও বেশী মানুষের। সবচাইতে ভয়ানক পরিস্থিতি আমেরিকার। তাহার পরই রহিয়াছে রাশিয়া, ব্রিটেন, ব্রাজিল, স্পেনের মতো দেশগুলি। সোমবার হু'র ৭৩ তম বার্ষিক সভা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সেখানে জোর দাবী উঠে করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের শিকড় ও তাহার যাত্রাপথ সম্পর্কে সবিস্তারে অনুসন্ধানের। এই প্রসঙ্গে করোনার আতুড়ঘর হিসাবে পরিচিত চিনের উহান শহরে তদন্তের গুরুত্ব অনেক। শুধু করোনা ভাইরাসের সংক্রমনই নয়, পাশাপাশি এই মহামারি সম্পর্কে হু এর ভূমিকা নিয়াও স্বতন্ত্র তদন্তের আহ্বান জানানো হইয়াছে। এই বিষয়ে যে খসড়া প্রস্তাব তৈরী হইয়াছে তাহাতে করোনা ভাইরাসের সংকটের বিষয় নিয়া নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বিস্তারীত তদন্তের আহ্বান জানানো হইয়াছে। করোনা ভাইরাসের উৎস নিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অস্ট্রেলিয়া প্রথম হইতেই নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী তুলিয়াছে। এখন তাহারা বাকি করোনা আক্রান্ত দেশের সমর্থন যোগার করিতে চেষ্টা চালাইয়াছে। শুধু করোনা ভাইরাসের সংক্রমনই নহে পাশাাশি এই মহামারী সম্পর্ক নিয়াও স্বতন্ত্র তদন্তের আহ্বান জানানো হইয়াছে।

শুধু আমেরিকা নহে ইতিমধ্যে ১৬২টি দেশ চিনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলিয়াছে। তাহাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। চিনেরও দায়িত্ব রহিয়াছে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে এমন পদক্ষেপ নেওয়া যাহাতে বিশ্ববাসীর মনে চিন সম্পর্কে জন্মানো ধারণার নিরসন হয়। ১৬২টি দেশ চিনের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ আনিয়া তদন্তের যে দাবী তুলিয়াছে সেখানে চিনকেও চুপ করিয়া থাকা চলে না। অভিযোগ তো সাধারণ নহে। মারাত্মক অভিযোগ চিন ও হু'র বিরুদ্ধে। হু এখন বিতর্কীত অবস্থায় আছে। গোটা বিশ্ব যে ভাইরাসে তছনছ হইয়া গেল এবং ইহার জন্য দায়ী করিয়া চিনকে অভিযুক্ত করিবার ঘটনাকে তো চুপ করিয়া মানা যায় না। নিরপেক্ষ তদন্ত করিতেই হইবে। সেখানে চিন নিজেই সহায়তার হাত বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। যেভাবে চিনের বিরুদ্ধে একের পর এক দেশের ক্ষোভ আছড়াইয়া পড়িতেছে সেখানে অদূর ভবিষ্যতে পরিণতি কি হইবে তাহা নিয়াও শংকা দেখা দিতেছে সন্দেহ নাই।

বিপদজনক বাড়ি থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা পুরসভার

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.): কলকাতা পুরসভার অধীনস্ত এলাকায় বিপদজনক বাড়ি থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা চালাচ্ছে পুর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার তেলেঙ্গাবাগান এলাকা সহ একাধিক এলাকায় যেখানে পুরনো বাড়ি রয়েছে সেখানে মাইকিং করে সাবধান করছে প্রশাসন। হাওয়া অফিসের খবর অনুযায়ী দীঘা থেকে ৬৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে সুপার সাইক্লোন আমফান।

এদিন কলকাতা পুরসভার বিদায়ী বরো চেয়ারম্যান তথা বরো কো-অর্ডিনেটর অনিন্দ্য রাউত জানান, আগামী কালের মধ্যেই বিপদজনক বাড়ির বাসিন্দাদের সরে যেতে বলা হয়েছে। পুরসভার যে আশ্রয় স্থল বানানো হয়েছে সেখানে বিপজ্জনক বাড়ির বাসিন্দাদের নিরাপদে সরে যাওয়ার ঘোষণা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের বড় হোর্ডিং খুলতে নির্দেশ। ধারাল জিনিস খোলা অবস্থায় না রাখতে নির্দেশ লালবাজারের।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে রাজ্যগুলোকে চিঠি দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে প্রতিটি রাজ্য সরকারকে চিঠি দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্ভোগ কম করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান করে প্রতিটি রাজ্যকে চিঠি দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সচিব অজয় ভাল্লা। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সঙ্গে রেল মন্ত্রকের সমন্বয় বজায় রেখে যাতে আরও বিশেষ শ্রমিক ট্রেন চালানো যায় সেই দিকেটিও নিজের চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রসচিব জানিয়েছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার যাতে কোনও অভাব না দেখা দেয়, তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারগুলিকে বলা হয়েছে। যেই জায়গাগুলিতে শ্রমিকদের রাখা হয়েছে সেখানকার পরিছন্নতা বজায় রাখারও কথা চিঠিতে বলা হয়েছে। বাস এবং ট্রেনে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এই সকল সংবাদ স্পষ্ট ভাবে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ স্পষ্ট তথ্যের অভাবে শ্রমিকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়।তার জেরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে থাকা মহিলা, শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। জেলা প্রশাসনের উচিত পায়ে হেটে বাড়ি ফেরা শ্রমিকদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের যাবতীয় তথ্য যেরকম ফোন নাম্বার ও নাম প্রশাসনের কাছে নথিভুক্ত করাতে হবে।

আমফানের দাপট, শুরু হল বৃষ্টি

কলকাতা, ১৯ মে (হি স): মঙ্গলবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভারী।প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় আমফান।আমফানের দাপটে ইতিমধ্যেই হাওড়ার উলুবেড়িয়া ও কলকাতায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আমপানের এখন অবস্থান দিঘা থেকে ৬৩০ কিলোমিটার দূরে। আর ওডিশার পারাদ্বীপ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের দূরত্ব ৪৮০ কিলোমিটার।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে ওড়িশার উপকূলের জেলাগুলিতে। দুপুরের পর থেকে মেঘলা আকাশ ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবার বিকেলে ৪৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে ভারী বৃষ্টি পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বৃষ্টি হতে পারে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার।সন্ধে বা রাতের দিকে বৃষ্টির সঙ্গে হালকা ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলিতেও।মঙ্গলবার রাত ও বুধবার ভোরে উপকূলের জেলাগুলিতে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে। সকালের দিকে তা ১০ মিটার প্রতি ঘন্টায় পৌঁছে যাবে বিকেলের দিকে অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার সময় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ঘণ্টায় গতিবেগ ১৯৫ কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা।

অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরা

হরিগোপাল দেবনাথ

বর্তমান ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদে এক রাজ্য---ত্রিপুরা। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত-বোনের এক বোন হচ্ছে এই পার্বতী ত্রিপুরা।প্রকৃতির অকৃপণ দানে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সুষমামাণ্ডিত এই রূপসী ত্রিপুরা। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালিনী ঐশ্বর্যময়ী ত্রিপুরা। সুপ্রাচীন যুগ থেকে আধ্যাত্মিকতার পীঠভূমি, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বহুবিধ রাজ-শাসনের সাক্ষ্যভূমি ঐতিহ্যময়ী এই ত্রিপুরা। মানবসভ্যতা বিস্তারের অন্যতম আকরভূমি ত্রিপুরা নানা দিক থেকে যথেষ্টরূপে সম্ভাবনাপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ মানুষেরই অবহেলায় ও অনাদরে উপেক্ষিত থেকে থেকে আজও পেছনে পড়ে রয়েছে, এযে বড়ই দুঃখের। বড় আক্ষেপের ও পরিতাপের। এই ভূভাগটির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে সম্ভাবনাপূর্ণ বিপুল সম্পদরাশি। কিন্তু মানুষেরই অজ্ঞতার কারণে, অবহেলার কারণে, অহংকারের মত্ততার কারণে সংকীর্ণতাবোধ, কূপমণ্ডুকতা, লোভ-লালসা হিংসা-বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতার কারণে এমাটির উর্বরতা, ওজস্বিতা, সম্ভাবনা---সবই আজও অজ্ঞাত রহস্যের মতো চাপাই পড়ে রইল। মানুষেরই অজ্ঞতাপ্রসূত দুরাচারের কারণে, সম্পদরাশির অনেকটাই বিনষ্ট হয়ে থাকার দরুণ যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে, তারপরও আজ অব্দি যে টুকু অবশিষ্ট রয়েছে তাও কম নয়। দার্শনিক ঋষি, ও বিশ্ববরেন্দ্র সমাজতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার বলেছেন —" ত্রিপুরার মানুষগুলি গরিব,কিন্তু ত্রিপুরার মাটি গরিব নয়।" তবে, আমাদেরও মনে রাখতে হবে যে, মাটির নীচে রয়ে যাওয়া লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা, সোনা হীরক বা সমুদ্র জলের নীচে নিমজ্জিত প্রবালরাশি ও মণি মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান পদার্থগুলো যেমন কোন মূল্যই বহন করে না, যতক্ষণ না মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে উপযুক্ত উপযোগে না আসছে, তদ্রূপ ত্রিপুরা রাজ্যের অজস্র সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এযাবৎ রাজ্যবাসীর ক্ষুধা বা বাস্তব---প্রয়োজন না মেটাতে পারায় তার মূল্যায়ন করা যাচ্ছে না;এর গৌরব টুকুও আমরা উপলব্ধি করতে পারছিনা—অনুভব করা থেকেও বিরত রয়ে গেছি । একজন উচ্চ মেধাশক্তি সম্পন্ন মানুষও যদি ছোটবেলা থেকে প্রয়োজনীয় লেখাপড়াটুকু করার বা পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়, সেই অবস্থায় লোকটির মেধার কতটুকুই বা স্ফূরণ ঘটতে পারে? আবার, যদি সেই মেধা সম্পন্ন লোকটি দুর্ভাগ্যবশত কোন অসৎ-সংসর্গে পতিত হয়ে বিপথে চালিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে আমাদের সমাজই পরিণামে লোকটির দ্বারা উপকার পাবার পরিবর্তে অপূরণীয় ক্ষতিরও সম্মুখীন হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। তদ্রূপই আমাদের প্রিয় বাসভূমি এই ত্রিপুরার দুর্ভাগ্যজনিত শোচনীয় পরিস্থিতি।

তাই বলব, এই রাজ্যেবাসীর সামূহিক কল্যাণার্থে, সমগ্র ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণার্থে, সমগ্র মানবজাতির ব্যাপক কল্যাণার্থেই আমাদের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরাকে সর্বাগ্রে ভালভাবে জেনে নেওয়া, সেই অনুযায়ী এর উন্নতিকল্পে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও প্রাথমিক পদক্ষেপে রাজ্যবাসীর সামূহিক কল্যাণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ- রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নির্বিশেষে সঠিক কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করা। কারণ, পণ্ডিতদের পরামর্শ রয়েছে যে কোন রাজ্য, এলাকা বা রাষ্ট্র তথা ভূভাগের উন্নতিসাধন করতে চাইলে---"আগে এলাকাটি জেনে নাও, সেইমতো পরিকল্পনা তৈরি করো ও জনগণের সেবাকার্যে লেগে যাও" (Know the area make the plan and serve the people) উল্লেখ্য যে, সুদূরে কোথাও শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে অদেখা, আজানা কোন রাজ্য বা এলাকা নিয়ে পরিকল্পনা বানিয়ে সেই অজানার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থরাশি বরাদ্দ করে শুধু ঘোষণা দিলে হাততালি কুড়োনো যেতে পারে কিন্বা আজকাল মিডিয়াযোগে ভাল প্রচারমূলক খ্যাতিও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে করে কাজের কাজ হওয়াটা অবাস্তব আশা। তদ্রূপ কোন এলাকা নিয়ে " মডেল রাজ্য" বানাব বলে আজ ডিজিটাল মিডিয়াতে সস্তা খেতাব পাওয়াটা যত সহজ আসল কাজটা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্ত। তাই আমি স্থির করেছি, আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা আমারই লেখার মাধ্যমে রাজ্যবাসী মাত্রেই, এমনকি সহৃদয় চিন্তাবিদদের সঙ্গেও মত-বিনিময় করে নেব। তারপর সবার সহযোগিতা নিয়েই এ রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর জন্যে আমাদের সাধ্যমতো পরিকল্পনার একটা ছক যদি তৈরি করা যায়। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই জনমত চেয়ে এই প্রসঙ্গে কিছু লেখা আমরা জন সমক্ষে ও পাঠক সহৃদয় বর্গের উদ্দেশ্যে উপস্থিত করবার মনস্তির করেছি। ধারবাহিকভাবে আমি লেখাগুলো পরিবেশন করে যাব। এই নিবন্ধ-এর প্রারম্ভিক আলোচনায় বলা হয়েছে যে বর্তমান ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্তদেশের সাতরাজ্যের অন্যতম হচ্ছে ত্রিপুরা আয়তনের পরিমাপে সম্ভবতঃ ভারতে তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। এর আয়তন হচ্ছে ১০, ৪৯৯ কিমি ও বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় সাড় সাঁইত্রিশ লক্ষ। লোকসংখ্যার প্রায় ৩১ শতাংশ রয়েছে জনজাতি বা ভারতীয় সংবিধান মতে ট্রাইব্যাল পিপল আর বাকীদের মধ্যে রয়েছেন বাঙালি, মণিপুরী, ঝাড়খণ্ডী ও অন্যান্যরা যাদের অধিকাংশই বাংলাভাষী। ধর্ম বিশ্বসের দিক থেকে রয়েছেন এ রাজ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি, বলতে হচ্ছে ভারতবর্ষেরই এক যেন মিনি সংস্কারণ এই রাজ্য, কেননা ভারতবর্ষেরই মতন এখানকার আধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য —"নানা ভাষা নানামত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

এবারে রাজ্যের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বলা যাক। বলতে গেলে, এখানে আমরা বর্তমান খণ্ডিত ভারতবর্ষের মতনই খণ্ডিত ত্রিপুরা নিয়ে আলোচনাটি সীমিত রাখতে বাধ্য হব। কারণ আমাদের বর্তমান বাসভূমি এই ত্রিপুরা হল পার্বত্য ত্রিপুরা বা হিল্স টিপ্পারী বা রাজগী ত্রিপুরা। কারণ রাজন্য শিক্ষিত এই পার্বত্য রাজ্য ১৯৪৯ সালের ১৬ই অক্টোবর স্বাধীনোত্তর ভারতের অঙ্গরাজ্য পরিণত হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা বলতে সমগ্র ত্রিপুরা সমতল অংশটুকু দেশ-বিভাজনের সময় পূর্ব বাঙালী তথা পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল, ভারতের বিগত মোগল আমল থেকেই যার নাম ছিল চাক্লে রোশনাবাদ। পার্বত্য ত্রিপুরা আমাদের রাজ্য। তাই এই ত্রিপুরা নিয়ে যদিও আলোচনাটি সীমিত রাখা হবে, তথাপি প্রয়োজনীয় স্থলে প্রসঙ্গক্রমে চাক্লে রোশনাবাদ অর্থাৎ সমতল ত্রিপুরার কথাও রাখলেও বলছেন না যে এ রাজ্যের পাহাড়গুলোর একটা আদিনাম রয়েছে---রঘুনন্দন পর্বত। অবশ্যই, সমতল ত্রিপুরার ময়নামতীর কাছাকাছি লালমাঈ পাহাড় ও এরই অন্তর্গত। অতীতে এই পাহাড়ী অঞ্চলগুলো বিপুল পরিমাণে অজস্র রকমের বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, যাদের মধ্যে জানা ও অজানা বিভিন্ন জাতের মূল্যবান কাঠের যোগান পাওয়া যেত। সেগুলোর মধ্যে আগর গাছ ছিল প্রচুর আর আগর হচ্ছে খুবই মূল্যবান বস্তু। এছাড়া ছিল তৃণজাতীয় ছন, লতাগুল্মাদি আর নানা প্রজাতির বাঁশ। বিশেষ করে টিলাভূমি জুড়ে ছিল মূলিবাঁশ, ছন, আর লুঙ্গাজমিতে ছিল নশ-খাগড়া ও তারা বন, যেগুলো থেকে কাগজ তৈরির প্রভূত কাঁচামাল পাওয়া সম্ভব ছিল। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব।

ত্রিপুরার জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়গুলো অতীতে বন্য প্রাণী অধ্যুষিত ছিল। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ছিল হাতী। এছাড়া, হরিণ, শূকর, নেকড়ে, খরগোশ, ভল্লুক, পাইথন বা অজগর ও উল্লেখের দাবি রাখে। পাখীদের মধ্যে বনকে মুখরিত করে রাখত বহুপ্রকারের নাম জানাও অজানা প্রজাতির পাখীরা, যাদের মধেও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ময়না, টিয়া, ধনেশ আরও অনেক। ধনেশ পাখী নাকি খুবই অর্থকারী পাখী। ত্রিপুরার জঙ্গলে অনেক প্রকারের ভেষজ ও ওষধি উদ্ভিদও পাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অতীতকালে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের ঘর-বাড়ি বানানো ছাড়া যেমন ছন ও বাঁসের অন্য উপযোগ ঘটাবার কথা কেউ কোনো দিন ভাবেন নি, তদ্রূপ বনাঞ্চলের ভেজষ ও ওষুধি উপযোগ নেওয়া বা বুনো পশু-পাখী-সরীসৃপদের উপযোগ নেবার কথাও ঘুনাক্ষরে কেউ চিন্তাভাবনায় কখনও স্থান দেন নি। এমনকি, পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাজ্যের জুমিয়ারা তাদের খেয়ালখুশী ও সুবিধামত বন জঙ্গল সাফ করে করে জুমচাষ চালাতে গিয়ে রাজ্যর বনজ সম্পদের প্রভূত পারিমাণে ধ্বংস সাধন করেছেন সেকথা বলাই বাহুল্য। এছাড়া সমতলবাসী লোকেরাও তাদের গৃহস্থালী প্রয়োজন মেটাতে বনজ সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার করে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছেন। এজন্যে প্রশাসনকেও ছেড়ে কথা বলা যায় না। প্রশাসনকি কর্তৃপক্ষ আর রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও শিক্ষিত আর বুদ্ধিজীবী মহল যদি গোড়া থেকেই রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর কল্যাণ নিয়ে সত্যিকারের সুবিবেচনা ও সদ্ভাবনায় ভাবিত থাকতেন, তাহলে বোধ হয়, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদরাশির এতটাই লাগামহীনভাবে বিনাশ ঘটত না—ঘটবার কথাও ছিল না। বন নির্বিচারে ধ্বংস ও পাহাড় অঞ্চলের ক্ষতি সাধিত হওয়ায় এ রাজ্যের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও আবহাওয়া জলবায়ুতে প্রতিক্রিয়া এসেছে।

এছাড়া বুনো প্রাণী আর পাখীদের নির্ধিচারে ধ্বংস করেছে পাহাড়বাসী ও সমতল বাসী উভয় প্রকারের বাসিন্দারাই। নিবির্চারে তাদের শিকার করা হয়েছে। গাছ গাছড়াদের যে পরিমাণে কেটে ফেলা হয়েছিল, সেই অনুপাতে বনায়ন বা বন সৃষ্টির প্রতিগুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তদ্রূপ বনজ প্রাণিকুলকেও নির্বচারে ধ্বংস করা হয়েছে বলে আজও রাও প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে গেছে।

বাংলা প্রাণের সুখ

অরুণোদয়

আমার মাসতুতো দিদি রমিদি কার্শিয়াং-এ পড়াশুনা করত। কারণ আমার মেসো ছিলেন দার্জিলিং চা-বাগানের ম্যানজার। ক্লাস টেনের পর ঠিক হলরমিদি আমাদের বাড়িতে এসে থাকবে। উচ্চমাধ্যমক দেবে আমাদেরই পাড়ার 'জি ডি বিড়লা' থেকে। আমার তখন ক্লাস সিক্স। দিদি দার্জিলিং থেকে এসে আমাদের বাড়িতে থাকবে জেনেই আমার পুলক ধরছিল না। যথাসময়ে মাসি, রমিদিকে নিয়ে এল। একটা ঘর সাজিয়ে তোলা হল রমিদির জন্য। রমিদিরা বড়লোক ছিল। পেপে জিন্স পরত আমার কাছে পেপে তখন শুধু সবজি। রমিদি প্রচুর টাকা পকেটমাণি পেত, যার বেশির ভাগটাই আমাদের নতুন আইসক্রিমের পিছনে খরচ হত। আমার দিদি এসেছে আমার বাড়িতে। আমার খুব আনন্দ। সেও আমার মতোই ফাঁকিবাজ দু'জনেই পড়াশুনা ডুব দিয়ে সন্ধেবেলা পাড়ায় টো টো করতে বেরতাম। সন্ধানে থাকতাম নতুন নতুন খাবারের। কোন ভাই তার দিদি কতটা সুন্দর, তা নিয়ে মাথা ঘামায়। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আমার দিদি, আমার প্রিয়। এভাবেই জানি। রূপের দিকটা কখনও আলাদা করে মাথায় ঢোকেনি। বুঝলাম রমিদি এখানে কয়েকদিন থাকার পর। হঠাৎ করে দেখি, পাড়ায় আমার গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে। আগে মাঠে গেলে ফিল্ডিং করতে করতেই বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে যেত। দিদি আসার পর আমি হয়ে লেগাম ওপেনিং ব্যাট্সম্যান। পাড়ার দাদদের মধ্যে ঝামেলা লেগে যেত আমাকে কে টিমে নেবে, তা নিয়ে। খেলা শেষ হলে টানাটানি। এক দাদা আলুকাবলির দিকে টানছে। আরেক দাদা কাঠি আইসক্রিম খাওয়াবে বলে টানছে। খাওয়াবেই। হঠাৎ করে একদি গোপালদা বাড়িতে এসে হাজির---'শুনলাম, তোর পাটিগণিতে আটকাচ্ছে'। আমি তো অবাক। যেদিন থেকে পাটিগণিতে হাত দিয়েছি, সেদিন থেকেই আটকাচ্ছে। তাতে গোপালদার কী ? আর গোপালদাই বা অঙ্কে নিজে কী এমন তালেবর যে, আমাকে শেখাবে। পড়ার দাদাকে তো আর সেকথা বলা যায় না। সাদরে এনে বসালাম। অঙ্ক ভই খুলে সমস্যার কথা বললাম। কিন্তু স্পষ্ট বুঝলাম আমার অঙ্কের সমস্যার সমাধান নিয়ে ভাবতে বয়েই গিয়েছে গোপালদার। তার চোখ চক্রাকারে ঘুরছে বাড়ির আনাচে-কানাচে। আমাকে বাব-ছেলের অঙ্ক করাতে গিয়ে বাবার থেকে ছেলের বয়স বেশি আসার পর অঙ্ক করানোর চেষ্টা বন্ধ করে অসাল কথায় এল—'তোর দিদি বাড়িতে? আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' 'এই চিঠিটা একটু দিয়ে দিবি? উত্তেজনায় গোপালদার গলা কাঁপছে। আমি তখনও কীসের চিঠি বুঝিনি। আমি বললাম, 'দাঁড়াও, দিয়ে আসছি।' রমিদি ঘরেই ছিল, চিঠিটা দিলাম। রমিদি ছোঁট টিপে হাসল। গোপালদা তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে। রমিদি বারান্দায় বেরিয়ে এসে চিঠিটা মুখের ওপর ছুড়ে দিলগোপালদার। বলল, 'সো মেনি স্পেলিং মিসটেকস। আগে বানান ঠিক করে লিখতে শেখো'। টিছিটা কুড়িয়ে তুলে গোপালদা যখন মুখ তুলল, ছোট্ট হয়ে যাওয়া মুখটা তখন আমার মতো দেখতে হয়ে গিয়েছিল অবিকল। বা আমার শহরের বাকি হেরো বাংলা মিডিয়ামের ছেলেদের মতো, যাদের কাশিংয়াং- এ ইংরেজি পড়া হয়নি। আমি সেদিন দিদির দলে ছিলাম না। বানান ভুলের জন্য চিঠি ভুল হতে পারে না। আজও কেউ ইংরেজি বকুনি বেশি ঝাড়তে গেলে আমার গোপালদার মুখ মনে পড়ে। যে মুখটা অবিকল আমার মতোই ছিল। তাই কেউ ইংরেজিতে কথা বললে আমি ততোধিক শুদ্ধ বাংলায় তার উত্তর দিই। অন্তত এ শহরে তো বটেই।

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

রমিদি চিঠিটা মুখের ওপর ছুড়ে দিল গোপালদার। বলল, 'সো মেনি স্পেলিং মিসটেকস ! আগে বানান ঠিক করে লিখতে শেখো।' গোপালদার ছোট্টা হয়ে যাওয়া মুখটা আজও মনে পড়ে। আমি সেদিন দিদির দলে ছিলাম না। বানান ভুলের জন্য চিঠি ভুল হতে পারে না। তাই কেউ ইংরেজিতে কথা বললে আমি ততোধিক শুদ্ধ বাংলায় তার উত্তর দিই।

মঙ্গলবার আমরা বাঙালির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

শিলচরে যথাযোগ্য মর্যাদায় একাদশ শহিদ স্মরণ

শিলচর (অসম), ১৯ মে (হি.স.) : উনিশে মে। ভাষা শহিদ দিবস। বরাক জুড়ে শ্রদ্ধা এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫৯ তম শহিদ দিবস পালন করা হয়েছে। করোনার জেরে অধিকাংশ মানুষ নিজেদের ঘরেই যথাযোগ্য মর্যাদায় একাদশ শহিদকে স্মরণ করেছেন। আজ সন্ধ্যায় নিজেদের ঘরে, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে একাদশ শহিদের উদ্দেশ্যে ১১টি মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বহুজন।

সকাল ৭ টায় শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে, ৮ টায় শ্মশানঘাটে এবং বেলা ২ টা ৩৫ মিনিটে গান্ধীবাগ শহিদ স্মৃতিসৌধে গিয়ে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ, আর্য সংস্কৃতি বোধিনী সমিতি, মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি, ভাষা শহিদ স্মরণ সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মকর্তা সহ বিশিষ্ট নাগরিক শিলচর রেলওয়ে স্টেশন এবং শ্মশানে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে একাদশ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, বিধায়ক দিলীপকুমার পাল, কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি, ভাষা শহিদ স্টেশন শহিদ স্মরণ সমিতির সভাপতি বাবুল হোড় ও সাধারণ সম্পাদক ডা. রাজীব কর, পার্থ চন্দ, নিখিল পাল প্রমুখ। এছাড়া বিভিন্ন সোসেবী সংগঠন সহ রাজনীতিবিদরাও আজ শিলচরে শ্মশানে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

বেলা দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে সেই বিশেষ ক্ষণকে স্মরণ করে গান্ধীবাগের শহিদসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। সৌধের দরজা খোলার আগে থেকেই দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। শারীরিক দূরত্বের জন্য লাইন দীর্ঘতর হয়েছিল। সেখানে ফুলের মালায় শ্রদ্ধা জানান পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক সুমিত সান্তাওয়ান, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সভাপতি তৈমুররাজা চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক গৌতমপ্রসাদ দত্ত, সদ্যপ্রাক্তন

ছয়ের পাতায়

কাছাড়ের যুবক করোনা-আক্রান্ত জেলা প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ

শিলচর (অসম), ১৯ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা সদরের পার্শবর্তী আকবরপুরের বাসিন্দা জনৈক জাবির হুসেন (১৮) এবং কাছাড় জেলার কাজিডহর দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা মামবুর লস্কর (২০) নামের দুজনের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাদের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে এর জন্য কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের আশপাশের অঞ্চল সিল করা হয়েছে।

কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জল্লি জানিয়েছেন, অসমের রাজ্যপাল প্রদত্ত ক্ষমতার অধীনে কাজিডহর দ্বিতীয় খণ্ডের ভৌগলিক সীমানা নিম্নলিখিত ক্ষেত্র তাৎক্ষণিকভাবে সিল করা হয়েছে। এলাকাগুলি নতুন বাজার, মুসাদ্দার আলি সুপার মার্কেট, পুরাতন লক্ষ্মীপুর রোড, চক্রবর্তী স্টোরস ভারতী সুইটস ফলের দোকান। মামবুর লস্করের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ায় শিলচরের ঘুংঘুরে ভেটেরিনারি ক্যাম্পাস (কোয়ারেন্টাইন সেন্টার)-এর আশপাশ অঞ্চলও সিল করা হয়েছে। ভেটেরিনারির অধ্যক্ষ এবং লেকচারারদের কোয়ার্টার, ঘুংঘুরের কাঞ্চ হস্টেল, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের কোয়ার্টার এবং স্কুল অব ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি সিল করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টগুলি বন্ধ করা হয়েছে।

জেলাশাসক জানান, ওই সব এলাকায় বাসিন্দাদের কোনও অননুমোদিত প্রবেশ ও প্রস্থানে অনুমতি দেওয়া হবে না, যানবাহন চলাচল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা ছাড়া কোনও চলাচলের অনুমতি নেই। এছাড়া, অনির্ধারিত মানুষকে চলাফেরা করতে অনুমতি দেওয়া হবে না ওই সব এলাকায়। আইডিএসপি-এর মাধ্যমে মানুষকে চলাফেরা করতে ট্রানজিট রেকর্ড করে অনুসরণ করতে হবে। সামাজিক দূরত্ব সম্পর্কিত সমস্ত বিধিবদ্ধ নির্দেশের কঠোর প্রয়োগে করা ইত্যাদি আদেশ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলে জানান জেলাশাসক কীর্তি জল্লি।

এদিকে, কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্য নির্দেশে জানিয়েছেন, নোভেল করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ মানুষের জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। এই ভাইরাস সমগ্র কাছাড় জেলায় যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এর জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে রাত সাতটা থেকে পরেরদিন সকাল সাতটা পর্যন্ত জরুরি কাজকর্ম ছাড়া নৈশ কার্ফিউ বলবৎ রয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জল্লি এই নির্দেশ জারি করে বলেছেন, ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত রাত ৭ টা থেকে পরের দিন সকাল ৭ টা পর্যন্ত নৈশ কার্ফিউ বলবৎ থাকবে। কাজেই ওই সময়কালে সাধারণ মানুষের জরুরি কাজকর্ম ছাড়া চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ডিব্রুগড়ে স্ত্রী, ছেলে-সহ তিনজনের খুনি এসএসবি-র প্রাক্তন জওয়ান ধরাশায়ী এনকাউন্টারে

ডিব্রুগড় (অসম), ১৯ মে (হি.স.) : উজান অসমের ডিব্রুগড়ে স্ত্রী, ছেলে ও মামার খুনি এসএসবি-র প্রাক্তন জওয়ান সঞ্জয় দাসের মৃত্যু হয়েছে ক্রসফায়ার-এনকাউন্টারে। মঙ্গলবার ভোররাত প্রায় তিনটে নাগাদ পুলিশের সঙ্গে ক্রসফায়ারে সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়েছে। নিহত খুনি সঞ্জয়ের বাড়ি ডিব্রুগড়ের শুকান পুখুরি এলাকায়। বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে। একটি পরিত্যক্ত ঘরে লুকিয়ে ছিল সঞ্জয়।

পুলিশের জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল সোমবার সঞ্জয় দাস তার লাইসেন্সড বন্দুক দিয়ে স্ত্রী স্বপ্না দাস, ছেলে নবজ্যোতি দাস এবং মামা ঘনকান্ত হাজরিকাকে গুলি করে হত্যা করে। ডিব্রগড়ে অসম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে গুলিবিদ্ধ স্ত্রী স্বপ্না দাসের মৃত্যু হয়। ছেলে এবং মামাকেও ভরতি করা হয়েছিল অসম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু করার কিছুক্ষণ পর তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

পুলিশ অফিসার জানান, সঞ্জয় দাস সাইকো-কিলার। স্ত্রী পুত্র ও মামাকে গুলি করে খুন করার পর তাকে পাকড়াও করতে অভিযান চালানো হয়। কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এর মধ্যে গোপন খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাত বারোটায় পুলিশ ব্যাটালিয়নের এক দল নিয়ে শুকান পুখুরি এলাকায় মৎস্য বিভাগের একটি পরিত্যক্ত ঘর ঘেরাও করেছিলেন তিনি। ওই ঘরে সঞ্জয় আত্মগোপন করেছিল। তাকে আত্মসমর্পণ করতে বার বার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু আচমকা পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে সে। জবাব দিতে পুলিশও পজিশন নেয়। প্রায় তিন ঘণ্টা চলে গুলি বিনিময়। অবশেষে রাত তিনটে নাগাদ পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হয় সঞ্জয়।

অফিসার বলেন, তাকে তাঁরা জীবিত অবস্থায় ধরতে বহু চেষ্টা করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন কী কারণে সে তার স্ত্রী পুত্র ও মামাকে খুন করেছে। তিনি বলেন, জুয়া ও মদে আসক্ত থাকায় পরিবারের সঙ্গে তার অশান্তি ছিল বলে ধারণা করছেন তাঁরা। এজন্যই সম্ভবত এই খুনোখুনি।

কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরির জন্য শিলচরের ডন বসকো ও মাদ্রাসা পরিদর্শন জেলাশাসকের

শিলচর (অসম), ১৯ মে (হি.স.) : কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি আজ মঙ্গলবার জেলা উন্নয়ন কমিশনার জেসিকা লালসিম এবং সার্কল অফিসার ধ্রুবজ্যোতি পাঠককে সঙ্গে নিয়ে ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকের পর শিলচরের রামনগর এলাকায় ডন বসকো স্কুলকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রূপান্তরিত করা যায় কিনা এর জন্য ব্যবস্থাসমূহ খতিয়ে দেখতে জেলা উন্নয়ন কমিশনার জেসিকা লালসিম এবং সার্কল অফিসার ধ্রুবজ্যোতি পাঠককে সঙ্গে নিয়ে স্কুলটি পরিদর্শন করেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। শিলচর রামনগরে ডন বসকো স্কুল পরিদর্শন করে জেলাশাসক ফাদার নেলসন জোসেফের সাথে এ সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন। জেলাশাসক স্কুল ভবনের সমস্ত দিক পরিদর্শন করে পানীয় জলের সুবিধা, স্যানিটাইজেশন এবং টয়লেটের সুবিধাবলি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। যা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে আবাসিকদের জন্য সুবিধাজনক হবে।

পরে রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আমিনুল হক লস্কর সহ জেলাশাসক কীর্তি জাল্লি এবং পুলিশ সুপার সুনবেন্দ্র দেবরায় মাদ্রাসায় যান।

জেলাশাসক বিভিন্ন মওলানা ও মৌলবির সাথে কথা বলেন। তিনি মাদ্রাসা ভবনের সমস্ত কক্ষ পরিদর্শন করে পানীয় জল এবং শৌচালয় ইত্যাদির সুবিধাবলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। তিনি মহামারি করোনা-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমস্ত ধর্মের মানুষ যাতে একত্রিত হয়ে কাজ করেন তার ওপর জোর দেন।

একাদশ ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ মে (হি.স.) : আজ উনিশে মে। মাতৃভাষা অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া একাদশ শহিদদের যথাযথ মর্যাদায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভা-র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮ টায় করিমগঞ্জ মাইজডিহি পয়েন্টে অবস্থিত সংস্থার কার্যালয়ে বহু মানুষের উপস্থিতিতে এক সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

একাদশ শহিদদের মর্যাদা সহকারে প্রণাম জানিয়ে সংস্থার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এইচএম আমির হুসেন বলেন, ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষায় আন্দোলনকারী এগারোজন পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন। উনিশে মে-র রক্তে রাঙা পথে শহিদদের আত্মবলিদান আজ ইতিহাস। শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, কমলা ভট্টাচার্য, হিতেশ বিশ্বাস, সুকমল পুরকায়স্থ, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ রঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব-দের স্মরণ করে ভাষা শহিদ অমর রহে স্লোগান দেন উপস্থিতরা।

আমির হুসেন আরও বলেন, মাতৃভাষার গৌরব রক্ষার দায়িত্ব এখন আমাদের সকলের হাতে। মাতৃভাষার ঋণ মাতৃদুগ্ধসম, বলেন আমির। শহিদদের প্রণাম জানিয়ে মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, মা, মাটি, ভাষা আত্মপরিচয়ের জিজ্ঞাসা উনিশে মে তোমাকে কেউ ভুলছে না, ভুলবে না স্লোগান দেন শিক্ষক ইশরাক আহমেদ চৌধুরী, সৌরভ রায়রা।

এছাড়া এদিন অন্যান্যদের মধ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে শিশুশিল্পী নাদিয়া মহম্মদ চৌধুরী, আমানিয়া জন্নত চৌধুরী। কার্যালয়ের অনুষ্ঠান শেষ করে করিমগঞ্জ শহরে শম্ভুসাগর পার্কে স্থায়ী শহিদ বেদি তলে দাঁড়িয়ে শহিদদের আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। এখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপদেষ্টা তথা সরকারি স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ নন্দেশ্বর মুখার্জি, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, উত্তম মজুমদার, তাপস পুরকায়স্থ, সুলেখা দত্তচৌধুরী, রজত চক্রবর্তী প্রমুখ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় সবাইকে একেকটি বাংলা ক্যালেন্ডার উপহার হিসেবে প্রদান করা হয় সর্বধর্ম সমন্বয় সভার পক্ষ থেকে। এদিকে, সংস্থার কার্যালয়ে সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান সাধারণ সম্পাদক এইচএম আমির হুসেন, যুগ্ম সম্পাদিকা মমতা হরিজন।

অর্ণবের বিরুদ্ধে মুম্বাই পুলিশের এফআইআর খারিজ করেনি সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : যতদিন সাংবাদিকরা কোনও ভয় ছাড়া সত্যিটা পরিবেশন করবেন, ততদিন ভারত স্বাধীন থাকবে বলে মনে করে শীর্ষ আদালত। সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর দায়ের করা দুটি পিটিশনের শুনানির সময় মঙ্গলবার ই মন্তব্য করে শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে তিন সপ্তাহের জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে জানায় শীর্ষ আদালত। যার ফলে সাময়িক স্বস্তিতে অর্ণব গোস্বামী। তবে, তাঁর বিরুদ্ধে মুম্বাই পুলিশের দায়ের করা এফআইআর খারিজ করেনি সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি সিবিআই'র হাতে তদন্ত হস্তান্তরের আবেদনও শুনেনি শীর্ষ আদালত।এদিন ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ও এমআর শাহের বেঞ্চ এদিন সাংবাদিক অর্ণবের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ১৪টি এফআইআর খারিজ করে দেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে মুম্বই পুলিশের দায়ের করা এফআইআর নাকচ করতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে তিন সপ্তাহের জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে জানায় শীর্ষ আদালত। তবে এই মামলা সিবিআইয়ের কাছে দিতে অস্বীকার করে সুপ্রিম কোর্ট অর্ণবের বিরুদ্ধে পালঘরে সাধু হত্যার কভারেজের সময় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে তিনি সোনিয়া গান্ধীর মানহানি করেছেন, এই অভিযোগও উঠেছে। অন্যদিকে অর্ণবের দাবি, কংগ্রেসের কিছু সমর্থক তাঁকে আক্রমণ করেন। এই সব মামলার তদন্ত করছে মুম্বই পুলিশ। কিন্তু লাগাতার অর্ণব ও তাঁর চ্যানেলের বরিষ্ঠ কর্তাদের ডেকে প্রশ্ন করছে পুলিশ। সেই কারণেই মামলাটি সিবিআইয়ের হাতে যাক, সেটা চাইছিলেন তিনি। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

উত্তরপ্রদেশের পর এবার দিল্লি, বাস চালানোর অনুমতি চাইল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিকদের দিল্লি থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ৩০০ টি বাস চালানোর অনুমতি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কাছে চাইল কংগ্রেস। মঙ্গলবার এ খবর জানিয়েছেন দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অনিল চৌধুরী। বাসের যাবতীয় খরচ দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস বহন করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে লেখা চিঠিতে অনিল চৌধুরী জানিয়েছেন, লকডাউনের জেরে দিল্লিতে আটকে পড়া কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক পায়ে হেঁটে দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করে নিজ রাজ্যে ফিরে চলেছে। ফলে দুর্ঘটনার জেরে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। কয়েকটি স্কুল সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ৩০০ টি বাস জোগাড় করেছে কংগ্রেস। দিল্লির সীমান্ত থেকে এই সকল শ্রমিকদের উদ্ধার করে তাদের নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিঠিতে আরও দাবি করা হয়েছে যে শ্রমিকেরা রাষ্ট্র গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সেই কারণে এই দুরহ পরিস্থিতিতে যাতে তারা পিছিয়ে না পড়ে সে জন্য এগিয়ে এসেছে কংগ্রেস।

উল্লেখ করা যেতে পারে, একই দাবি উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে করেছিল শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটি। বিষয়টি নিয়ে উত্তর প্রদেশ সরকার রাজি হলেও রাজনৈতিক চাপানউতোর অব্যাহত থাকে।

আমফান পরিস্থিতি নিয়ে মমতা-নবীনের সঙ্গে কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, দুই রাজ্যকে সাহায্যের আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার আরও কাছে চলে এল শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমফান। আমফান পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়েকের সঙ্গে কথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মমতা ও নবীনের সঙ্গে কথা বলে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, আমফান-পরিস্থিতি নিয়ে দুই রাজ্য সরকারকে সমস্ত ধরনের সাহায্য করা হবে।

মঙ্গলবার সকালে আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৬ ঘন্টায় শক্তি হারিয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে আমফান। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর বরাবর উত্তর-পূর্ব অভিমুখে অগ্রসর হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ-দিঘা-হাতিয়া দ্বীপ বরাবর এগিয়ে সুন্দরবনের কাছে ২০ মে বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় আছড়ে পড়বে।

করোনা আক্রান্ত বনি কাপুরের বাড়ির এক কর্মী

মুম্বাই, ১৯ মে (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত বনি কাপুরের বাড়ির এক কর্মচারী চরণ সাউ। আপাতত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে আইসোলেশন রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ওই কর্মী। জ্বরের সঙ্গে তাঁর শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল। ফলে তার করোনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার রিপোর্ট এলে জানা যায় বনি কাপুরের ওই কর্মী করোনা আক্রান্ত।

তবে বনি কাপুর এবং তার দুই মেয়ে জাহ্নবী ও খুশি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। একথা বনি নিজেই মিডিয়াকে জানিয়েছেন। এমনকি তাঁর বাড়ির অন্যান্য কর্মীরাও একেবারে সুস্থ রয়েছেন। তবে আপাতত সকলেই কোয়ারেন্টাইন রয়েছেন। অন্যদিকে করোনা আক্রান্ত ওই কর্মীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। বনি কাপুরের বিশ্বাস খুব শীঘ্রই তিনি সুস্থ হয়ে আবার কাজে যোগ দিতে পারবেন।

মধ্যপ্রদেশ নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ২২৯ জন

ভোপাল, ১৯ মে (হি. স.): করোনা মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত মধ্যপ্রদেশে। মঙ্গলবার নতুন করে মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে ২২৯ জন। এর মধ্যে শুধুমাত্র ইন্দোর এই আক্রান্ত ৭২ জন। মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের। রাজ্যজুড়ে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪৬৭। মৃত্যু হয়েছে ২৫৮ জনের। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার সংখ্যা ২৬৩০। এদিন ইন্দরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। জব্বলপুর, জাবুয়া, খান্ডওয়া, দেওয়াসে একজন করে মারা গিয়েছে। গোটা রাজ্য জুড়ে যত মৃত্যু হয়েছে তার সিংহভাগ হয়েছে ইন্দরে এখানে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৩। রাজগড় এবং সিংরাওলির মতো জেলায় নতুন করে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। রাজ্যের ৫২ টি জেলার মধ্যে ৪৭ টি জেলায় করোনা ছড়িয়ে পড়েছে।

কেরলে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১২ জন

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ মে (হি. স.): কেরলে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১২। ফলে এ রাজ্যে সক্রিয় আক্রান্তের বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২। আক্রান্তদের মধ্যে প্রত্যেকেই সম্প্রতি বিদেশ এবং ভিন রাজ্য থেকে ফিরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছেন, নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা রাজ্য যে বাড়বে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু এখনো এ রাজ্যে গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছিল কেরলে। ৩০ জানুয়ারি গোটা দেশ জানতে পারে যে কেরলে একজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। এর পরেই বাম শাসিত এ রাজ্যে লাফিয়ে বাড়তে থাকে আক্রান্তের সংখ্যা। এখনো পর্যন্ত সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪২। বর্তমানে রাজ্যের ৪৯৫ টি হাসপাতলে ৭২ হাজার জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার ১১৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দিল্লিতে করোনায় আক্রান্ত আরও চার সিআইএসএফ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.): দিল্লিতে নতুন করে সিআইএসএফের চারজন জওয়ানের শরীরে করোনার সংক্রমণ মিলেছে।এদের মধ্যে দুইজন দিল্লি মেট্রোর সুরক্ষার কাজে মোতায়েন ছিল এবং অপর দুইজন দিল্লি বিমানবন্দরে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে এই চারজনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কোরেন্টিন করার কাজ চলছে। সিআইএসএফের মুখপাত্র হেমেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে চার জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে ফলে দিল্লি মেট্রো সুরক্ষার কাজে মোতায়েন থাকা সিআইএসএফ জওয়ানদের মধ্যে করোনায় সংক্রামিত সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ২৮। অন্যদিকে দিল্লি এয়ারপোর্টে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ।

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার জনৈক ব্যবসায়ী ও ক্রীড়া সংগঠক ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জানালিস্ট এসোর কাছে সাংবাদিকদের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর হাত দিয়ে মাস্ক ও সেনিটাইজার তুলে দেন। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত সন্দেহে এক ব্যক্তি হাফলং সরকারি হাসপাতালে ভর্তি

হাফলং (অসম), ১৯ মে (হি.স.) : কোভিড ১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে হাফলং সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়েছে। কর্কট রোগে আক্রান্ত ওই ব্যক্তি সম্প্রতি গুয়াহাটি থেকে চিকিৎসা করিয়ে ডিমা হাসাওয়ে ফিরেছিলেন। গুয়াহাটি থেকে ফেরার পর তাঁকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর। তবে আজ মঙ্গলবার ওই ব্যক্তির প্রচণ্ড জ্বর আসলে তাঁকে হাসপাতালের আইসোলেশনে ভরতি করে সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছে। এই খবর দিয়ে ডিমা হাসাও জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মণ জানান, ওই ব্যক্তির প্রচণ্ড জ্বরের সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা রয়েছে। রয়েছে ডাইরিয়াও। ইতিমধ্যে তঁার সোয়াব সংগ্রহ করে পরীক্ষার

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নারীর জীবন যেখানে যেমন

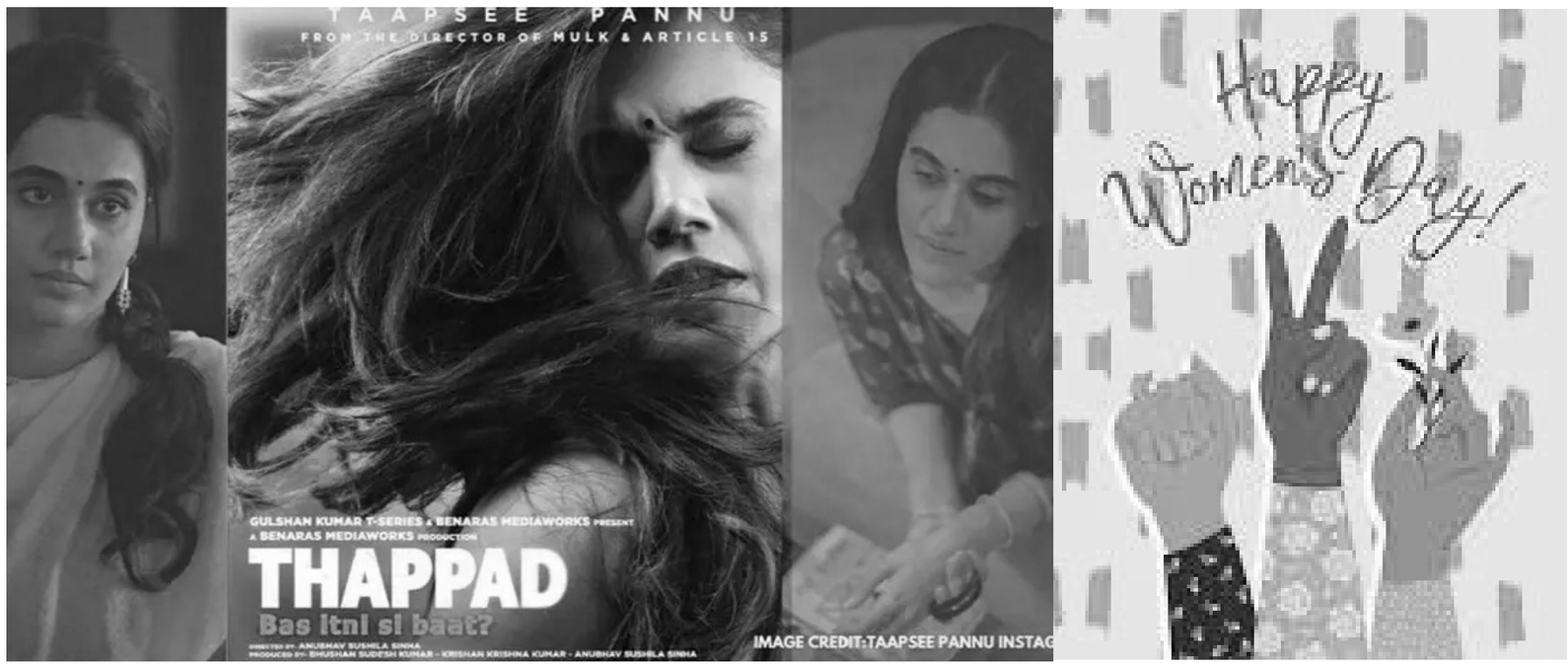

১জর্জিয়ার নারী মানানা। বয়স ৫০। একটা স্কুলে পড়ান। স্বামী, এক ছেলে আর এক মেয়েকে নিয়ে থাকেন মা—বাবার সঙ্গে। বাইরে থেকে দেখে সবাই বলেন, আহ! কী সুখী পরিবার। কী ভাগ্য মানানার।কিন্তু মানানার তা মনে হয় না। বিয়ের পর স্বামী সোসোকে নিয়ে নিজেদের মতো থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাজকর্মের প্রতি উদাসীন আর দায়িত্ব নিতে অপারগ স্বামী সেই পথে হাঁটেননি। বরং শ্বশুরবাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকার পথটাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। সেই যে শুরু, এরপর মধ্যবিত্ত সমাজের চোখে একটা সুখী পরিবার হতে শুধু ছাড়ই দিয়ে গেছেন মানানা।সুখের অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত মানানা। এর মধ্যে হাইস্কুলপড়ুয়া তার এক ছাত্রীর সিদ্ধান্ত তাঁর চোখ খুলে দেয়। মেয়েটি ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। চেষ্টা করেছিল সুখী পরিবারের জন্য। ব্যাটে-বলে মেলেনি। কিশোরী সিদ্ধান্ত নিল, এখনই যখন দুজনের মিল হচ্ছে না, দিনে দিনে তো সেটা কেবলই বাড়বে। সামনে অনেক সময় পড়ে আছে, নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য বিবাহবিচ্ছেদটাই ভালো।

বিষয়টা মানানার মনে দাগ কাটে। তিনি সবাইকে ছেড়ে আলাদা বাসায় ওঠেন। স্বজনদের মধ্যে ছি ছি পড়ে যায়। সবাই মিলে বৈঠকে বসেন মানানাকে বোঝাতে। মানানার শুধু মনে হয়, তিনি তো কারও জীবনে হস্তক্ষেপ করেননি। তাহলে সবাই কেন তার জীবনে নাক গলান? নারী বলেই কি তার নিজের মতো বাঁচার অধিকার নেই? তার বাবা, ভাই, এমনকি তার স্বামী যে পরকীয়ায় জড়িয়ে ১৩ বছরের ছেলের জনক; তাদের প্রতি সমাজ-পরিবার কখনো আঙুল তোলেনি, প্রশ্নবাণে জর্জড়িত করেনি! যুগের পর যুগ চলতে থাকা নারী-পুরুষের বৈষম্যের এমন একগাদা প্রশ্ন ছুড়ে দেয় মাই হ্যাপি ফ্যামিলি।

ভারতের উচ্চবিত্ত তরুণ দম্পতি অমৃতা ও বিক্রমের সংসারের কথাই ধরা যাক। পদোন্নতি না পেয়ে মেজাজ হারিয়ে ভরা মজলিশে স্ত্রীকে দেওয়া এক থাপ্পড় সবকিছুর হিসাব বদলে দেয়। দাম্পত্য মানে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা। কোনো অজুহাতেই শারীরিক নিপীড়ন এখানে গ্রহণযোগ্য নয়, চড়-থাপ্পড় তো নয়ই।

এই ঘটনায় বিক্রম একটিবারের জন্যও অমৃতার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন না। কারণ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে এই শিখিয়ে বড় করেছে যে এটা কোনো ঘটনাই না। স্বামী তো একটা চড় স্ত্রীকে দিতেই পারেন! অমৃতা বিক্রমকে ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যান। সেখানেও সবাই তাকে বলতে থাকেন, এটা অমৃতার বাড়াবাড়ি। সংসারে থাকতে গেলে এমন একটু-আধটু হয়ই। মেনে নিলেই হয়!

আত্মসম্মানে আঘাত লাগা থাপ্পড়টা ভুলতে পারেন না অমৃতা। তার মনে হয়, একটা থাপ্পড় মামুলি কোনো বিষয় নয়। এই ইস্যুতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করতে গেলে নারী আইনজীবী পর্যন্ত তার প্রতি বিরক্ত হন। তাকে বুঝিয়ে সংসারে ফেরত যেতে বলেন। কিন্তু অমৃতার একটাই কথা, সম্পর্কে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা থাকলে গায়ে হাত তোলার ঘটনা ঘটে না। যখন এগুলোই নেই, তখন মিছিমিছি কেন সংসার সংসার খেলা! দাম্পত্যে চড়-থাপ্পড়কে স্বাভাবিক হিসেবে দেখা সমাজের গালে কষে থাপ্পড় দেয় অনুভব সিনহার ছবিটি।

বৈষম্যের এই দুনিয়ায় নিম্নবিত্ত নারীর লড়াইয়ের গল্প শোনায় পাকিস্তানের চলচ্চিত্র পিংকি মেমসাব। সন্তান হয় না বলে প্রত্যন্ত গ্রামের পিংকিকে তালাক দেন তার স্বামী। পরিবারের চাপে ভাগ্য বদলাতে গৃহকর্মী হিসেবে তাকে যেতে হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। পড়াশোনা না জানা গ্রামের একটা সহজ-সরল মেয়ে ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন জটিল পৃথিবীর কুটিল হিসাবগুলো।

পরিবারের কাছে পিংকি কেবলই টাকা উপার্জনের যন্ত্র। তার টাকাতেই গরিব পরিবারটির ভাগ্যের চাকা ঘুরতে থাকে। সুদিনের দেখা পায় তারা। তাই পিংকি যখন সব ছেড়ে-ছুড়ে পরিবারের কাছে ফিরে আসতে চান, পরিবার তাকে নিরুৎসাহিত করে। তাদের একের পর এক চাহিদার নিচে চাপা পড়ে যায় তার দেশে ফেরার আকুতি।

করোনাকালে ছবিগুলো নারীর জীবন আর চাওয়া-পাওয়াকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দেয়। করোনা জয় করে নতুন পৃথিবীতে নারীর সুন্দর জীবনের জন্য এমন উপলব্ধির আর কোনো বিকল্প নেই যে!

লকডাউনে তারকারা ওয়েবমুখী

লকডাউনের কারণে গৃহবন্দী বলিউড তারকারা এখন আরও বেশি ওয়েবমুখী। জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ, লারা দত্ত, আনুশকা শর্মা, মনীষা কৈরালাসহ বেশ কয়েকজন তারকার ওয়েব সিরিজ সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এবং শিগগিরই পেতে চলেছে। লিখেছেন দেবারতি ভট্টাচার্য।

গত ২৭ মার্চ মুক্তি পেয়েছে মনীষা কৈরালা অভিনীত ওয়েব সিরিজ মাস্কা। ভারতে লকডাউনের শুরুর দিকেই নেটফ্লিক্স এই সিরিজটি নিয়ে আসে। যদিও মনীষা ডিজিটাল দুনিয়ায় লাস্ট স্টোরিজ দিয়ে আগেই পা রেখেছিলেন। তবে সেটা ছিল সিনেমা। আর এটা মা-ছেলের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে একটা আস্ত সিরিজ। মনীষা কৈরালা অভিনীত সিরিজটি ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। নীরজ উধওয়ানি পরিচালিত এই সিরিজে আরও অভিনয় করেছেন জাভেদ জাফরি, প্রীত কামানি, নিকিতা দত্ত ও শার্লে শেটিয়া।

১ মে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে এক রুদ্ধশ্বাস সিরিজ মিসেস সিরিয়াল কিলার। এতে বাড়তি আকর্ষণ বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। তাঁকে এই ছবিতে এক ভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে। এর আগে ড্রাইভ ছবির মধ্য দিয়ে ডিজিটাল দুনিয়ায় অভিষেক হয় জ্যাকুলিনের। এবার সিরিজে অভিষেক হলো মিসেস সিরিয়াল কিলার দিয়ে। শিরিশ কুন্দ্র পরিচালিত এই সিরিজের পরতে পরতে রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা। এতে জ্যাকুলিনের স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনোজ বাজপেয়ি। এই সিরিজের মাধ্যমে আমির খানের ভাগনে জায়নের অভিনয়জগতে অভিষেক হয়েছে।

আমাজন প্রাইম ভিডিও সম্প্রতি বেশ প্রতীক্ষিত ওয়েব সিরিজ পাতাল লোক-এর টিজার প্রকাশ করেছে। এর প্রযোজক অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। সিনেমার পর এটাই আনুশকা প্রযোজিত প্রথম সিরিজ। টিজারেই সবার প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে পাতাল লোক। রহস্য, রোমাঞ্চে ভরা এই ওয়েব সিরিজে ভারতীয় আধুনিক সমাজের পাশাপাশি রাজনীতির জগৎকেও তুলে ধরবে। এই সিরিজের কাহিনিকার সুদীপ শর্মা এর আগে উড়তা পাঞ্জাব এবং এনএইচ টেন-এর মতো ছবির গল্প লিখেছেন। পাতাল লোক আমাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে আগামীকাল। গুল পানাগ, নীরজ কাবি, অভিষেক ব্যানার্জি অভিনয় করেছেন এতে।

নিম্নমধ্যবিত্ত তরুণী নেত্রা পাটিলের হাতে আয়ু আছে মাত্র ১০০ দিন। ক্যানসারে আক্রান্ত তিনি। আর এই সময়ে তাঁর দেখা হয় পুলিশ কর্মকর্তা সৌম্যয়া শুক্লার সঙ্গে। সৌম্যয়া তাঁর হাতিয়ার হিসেবে নেত্রাকে ব্যবহার করেন। নেত্রার জীবনের শেষ ১০০ দিন কাটে অন্যভাবে। হটস্টার-এ সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে হানড্রেড ওয়েব সিরিজটি। বলিউড অভিনেত্রী লারা দত্ত হানড্রেড-এ সৌম্যয়া শুক্লার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মারাঠি জনপ্রিয় অভিনেত্রী রিংকু রাজগুরু নেত্রার চরিত্রে অভিনয় করে সবার মন জয় করেছেন।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ

কেউই করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকিমুক্ত নয়। তবে বয়স্ক, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, কিডনি রোগীদের এ ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। এ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে করোনার তীব্রতা ও জটিলতার আশঙ্কাও বেশি থাকে।

করোনাভাইরাস বিশেষ একধরনের প্রোটিনের সাহায্যে ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়। ওই বিশেষ প্রোটিন হৃদ্‌যন্ত্রের কোষে, রক্তনালির ভেতরের দেয়ালে এবং কিডনির ক্ষুদ্র রক্তনালিতেও থাকে। তাই ফুসফুসে সংক্রমণের পাশাপাশি ভাইরাসটি হৃদ্‌যন্ত্রকেও আক্রমণ করতে পারে। তাই যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের এই সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের জন্য কিছু জরুরি পরামর্শ:

১. নিয়মিত বাড়িতে রক্তচাপ মাপুন।

২. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসগুলো সঠিকভাবে মেনে চলুন। যেমন

খাবারে বাড়তি লবণ পরিহার করুন। আনুষঙ্গিক লবণ ও লবণাক্ত খাবার যেমন সালাদে ও কাঁচা ফলের সঙ্গে লবণ, বিট লবণ, আচার, চানাচুর, সয়াসস, টেস্টিং সল্ট, শুঁটকি, প্রক্রিয়াজাত খাবার ইত্যাদি বাদ দিতে হবে।

এড়িয়ে চলুন অতিরিক্ত তেলে ভাজা খাবার। প্রচুর পরিমাণে টাটকা শাকসবজি ও ফলমূল প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখুন। বাড়িতে থাকলেও প্রতিদিন কমপক্ষে আধঘণ্টা হালকা ব্যায়াম করুন।

দিনে ৩-৪ কাপের বেশি কফি নয়।

পর্যাপ্ত ঘুম দরকার। রাত জেগে টিভি, মুঠোফোন, কম্পিউটারে সময় না কাটানোই ভালো। তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে।

ধূমপান চিরতরে বর্জন করুন।

৩. উচ্চ রক্তচাপের জন্য কোনো ওষুধ সেবন করলে তা নিয়মিত চালিয়ে যান (রক্তচাপ ৯০/৬০ মিমির কম মাত্রায় নেমে যাওয়া ছাড়া)।

৪. কোনো সমস্যা হলে প্রয়োজনে টেলিফোনে আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৫. অন্তঃসত্ত্বা নারীদের বাড়িতে নিয়মিত রক্তচাপ মাপতে হবে।

আগামীকাল পড়ুন: ধূমপান ছাড়তে হবে এখনই

মেহেদির বর্ণিল নকশায়

হাতজুড়ে মেহেদি না পরলে ঈদের আনন্দ যেন পূর্ণতা পায় না। এবার ঈদে ঘরে থেকেই মেহেদি পরার ছোট আয়োজন করতে পারেন। প্রতিবছর মেহেদির নকশায় দেখা যায় ভরাট কারুকাজ। তবে এবার নকশা হবে একেবারেই হালকা। ঘরে বসে মেহেদি পরা হবে তাই কারুকাজও বাছাই করতে হবে তেমন। ইউটিউবে সহজ কিছু নকশা দেখেই মেহেদি পরা যাবে। নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মানলে রংও হবে গাঢ়, বললেন মেহেদি বাই আফসানার নকশাবিদ আফসানা আফরোজ।

মেহেদির বিভিন্ন নকশার মধ্যে কিছু হালকা নকশাও রয়েছে। মানডালা এমনই একটি নকশা। যা খুবই পরিচিতি ও পুরোনো। হাতে তালুতে বা হাতের ওপরে গোল আকৃতির এই নকশা করা যাবে। আঙুলে থাকতে পারে হালকা কারুকাজ। আবার চাইলে লতা আকারেও পরা যাবে মানডালা নকশা। এ ছাড়া রয়েছে অনেক ধরনের স্টিক বা লতা নকশা। এ ধরনের নকশা সাধারণত লতার মতো করে এক আঙুলে পরা হয়। তবে একটু ভরাট চাইলে দুই বা তিন আঙুলে অনায়াসেই পরা যায়। হালকা ধরনের মেহেদি নকশা হলো গোলফ হেনা। এ ধরনের নকশায় হাতের কিছু কিছু জায়গায় নকশা করা হয়। যাঁদের হাত একটু গোল বা ভরাট তাঁরা এই নকশা পরতে পারবেন সহজেই।সব হাতে সব ধরনের নকশা মানাবে না। সরু হাতে একটু ভরাট নকশাই ভালো লাগে আর ভারী হাতের জন্য গোলফ হেনা মানানসই। যদি ভরাট নকশা করতে হয় সে ক্ষেত্রে চিকন ও মোটাদুই ধরনের লাইন ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে হাত আরও চওড়া লাগবে। লম্বা হাতের জন্য আদর্শ মানডালা নকশা।ছোটদের হাতে প্রাকৃতিক মেহেদি দেওয়াই ভালো। নকশা হিসেবে বেছে নিতে হবে বড় আকারের ফুল বা মানডালা নকশা। সঙ্গে ঈদের আমেজ আনতে চাঁদ—তারা আঁকা যেতে পারে।

গাঢ় লাল রঙের জন্য মেহেদি রাতে দেওয়াই ভালো। তবে দিনের বেলা দিলে অবশ্যই ২৪ ঘণ্টা পানি ধরা যাবে না। টিউব মেহেদি দেওয়ার পর শুকিয়ে এলে লেবু ও চিনি পানি দিলে গাঢ় লাল রং পাওয়া যাবে।

চটজলদি ফেসিয়াল

এবারের ঈদের সবকিছুই আলাদা। পরিবারের সঙ্গেই কাটবে মুহূর্তগুলো। এটাই সবচেয়ে বড় উপহার চলতি সময়ে। সাধারণত রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে সৌন্দর্যচর্চাকেন্দ্রগুলোতে ভিড় থাকত বেশ। এ চিত্র এবার নেই বললেই চলে। ঈদের বাহানায় না হলেও নিজের জন্য ত্বকের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন রূপবিশেষজ্ঞরা। বাড়িতে রাত-দিন কাটালেও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়ছে। হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়ে ত্বকের যত্ন, এমনকি ফেসিয়াল করে ফেলা যায়। সেই নিয়ম জানালেন রূপবিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন।

তৈলাক্ত ত্বক থেকে তেল সরানো, লোমকূপের কোষ পরিষ্কার করা, নিস্তেজ ভাব দূর করার মতো কাজে সহায়তা করবে ফেসিয়াল। যেকোনো একটা ময়েশ্চারাইজার ক্রিম দিয়ে খুব ভালো করে মুখ মালিশ করে নিতে হবে দুবার। দুবারই পাঁচ মিনিট ধরে মালিশ করতে হবে। ১০ মিনিট পরে ঠান্ডা পানিতে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে মুখের ত্বক মুছে ফেলুন।

এরপর পালা স্ক্রাবিংয়ের। সুজি না থাকলে চাল ভিজিয়ে আধাভাঙা করে সুজির মতো বানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন আফরোজা পারভীন।

এর সঙ্গে শসার রস, টক দই মিলিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট মালিশ করে ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ মুছে ফেলতে হবে। এবার প্যাকের ব্যবহার। ফ্রিজে যেসব সবজি বা ফল থাকে, সেসবই প্যাক হিসেবে দারুণ কাজ করে। মসুরের ডালের পেস্ট, কমলার রস বাড়িতে থাকা খানিকটা উপটান মেলানো প্যাক ১৫ মিনিটের জন্য চেহারার সঙ্গী হয়ে যাক। ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম বা তেল দিয়ে মালিশের কাজটি সহজেই করা যাবে। নারকেল তেল বা বেবি অয়েল দিয়েও কাজটি করতে পারেন। পাঁচ মিনিট মালিশ করার পর আবার পাঁচ মিনিট মালিশ করুন। কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

একই নিয়মে স্ক্রাবার বানিয়ে নিতে পারেন। আধাভাঙা চালের সঙ্গে মিলিয়ে নিন টমেটোর রস, সঙ্গে টক দই। দুই-তিন মিনিট মালিশ করে ধুয়ে ফেলুন কুসুম গরম পানি দিয়ে।

এবার আসি প্যাক বানানোর ক্ষেত্রে। পাকা কলা, দুধের সরসহ অল্প দুধ ও পাকা পেঁপে ব্লেন্ড করে এক চামচ ময়দাও ব্যবহার করা যায়। পুরোটা মিশিয়ে মুখে ব্যবহার করতে পারেন। ১৫ মিনিট পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।

তেল অথবা ময়েশ্চারাইরিং ক্রিম দিয়ে প্রথমে মালিশ করে নিতে পারেন পাঁচ মিনিট করে দুবার। চালের গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া এবং টক দই মিশিয়ে স্ক্রাবার বানিয়ে দুই থেকে তিন মিনিট মালিশ করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ময়দা, কাঁচা দুধ ও ডিমের সাদা অংশ ভালোভাবে মিশিয়ে চেহারায় লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের সংবেদনশীলতাও কমে যাবে, ত্বকও ভালো থাকবে।

মঙ্গলবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে হো চি মিন এর জন্মবার্ষিকী পালন করে সিপিএম। ছবি- নিজস্ব।

করোনা: বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বিশেষ অর্থ সহায়তা দেবে সরকার

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৯।। করোনা ভাইরাসের কারণে সংকটে পড়া বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য সরকারের বিশেষ সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ।

মঙ্গলবার (১৯ মে) বিকেলে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তিনি এ ঘোষণা দেন।

তথ্য মন্ত্রণালয় জানায়, সম্প্রতি চাকরিচ্যুতি, ছয় মাস ধরে কর্মহীনতা বা দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়া- এ তিন কারণে সংকটে পড়া সাংবাদিকদের জন্য দলমত নির্বিশেষে আপৎকালীন এ সহায়তার পরিমাণ হবে এককালীন ১০ হাজার টাকা।ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান ও তথ্যসচিব কামরুন নাহার, সদস্য সচিব ও পিআইবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর ওয়াজেদসহ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

করোনা পরিস্থিতিতে দেশের নানা পেশার মানুষের মতো বহু সাংবাদিকও অসুবিধায় পড়েছেন উল্লেখ করে ড় হাছান বলেন, অসুবিধায় নিপতিত সাংবাদিকদের আর্থিক সহায়তার বিষয়টি আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করেছিলাম। সে পরিপ্রেক্ষিতে এ পরিস্থিতিতে যারা অসুবিধায় পড়েছেন, তাদের আর্থিকভাবে সহায়তার জন্য তার নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজ একটি বিশেষ তহবিল থেকে সাংবাদিকদের সহায়তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

মন্ত্রী বলেন, দলমত নির্বিশেষে সারাদেশে করোনা সংকটে পড়া সাংবাদিকরা এ সহায়তার আওতায় আসবেন। নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কারা সহায়তা পাবেন সেটি সাংবাদিক নেতা এবং ইউনিয়ন ঠিক করবে।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই ২০১৪ সালে এই কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ১১শ ৬৭ জন সাংবাদিক এই কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ৯ কোটি ৬৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা সহায়তা হিসেবে পেয়েছেন। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার আগেও ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সালের শেষ পর্যন্ত ৬২৩ জন সাংবাদিককে ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছিল।সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিবছর দুস্থ, অসহায়, অসুস্থ সাংবাদিকদের যে সহায়তা দেওয়া হয়, তা অব্যাহত আছে।মন্ত্রী বলেন, গতবছর সেই খাতে ১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল, আজকের বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই খাতে এ বছর ২ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

করোনা মহামারির এসময় বাংলাদেশের সাংবাদিক ভাই-বোনেরা সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে কাজ করছে ও ইতোমধ্যেই শতাধিক সাংবাদিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং তিনজন সাংবাদিক এই করোনায় আক্রান্ত হয়ে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী এসময় প্রয়াতদের বিদেহী আত্মার শান্তিকামনা করেন। তিনি বলেন, এরপরও সঠিক সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তারা এই দুর্যোগ, প্রতিকূলতা ও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যেও কাজ করছেন, এজন্য সব সাংবাদিককে আমি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের অন্য সদস্যের মধ্যে প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রেস) এস এম মাহফুজুল হক, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু এবং দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মো. কাশেম হুমায়ুন সভায় অংশ নেন।

মানসিকভাবে স্বস্তিতে থাকলেও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক উন্নতি নেই: মির্জা ফখরুল

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৯।। বাসায় থাকার কারণে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মানসিকভাবে স্বস্তিতে থাকলেও তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি বলে জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মঙ্গলবার দুপুরে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব একথা জানান।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘‘উনি (খালেদা জিয়া) আমাকে ডেকে ছিলেন, আমি গিয়েছিলাম। তার অসুস্থতার খবরগুলো জানার চেষ্টা করেছি।

বাসায় আসার কারণে নিঃসন্দেহে মানসিকভাবে একটা রিলিফ তিনি পেয়েছেন। সে কারণে তিনি মানসিক দিক দিয়ে একটু বেটার আছেন।

আর স্বাস্থ্যগত দিক থেকে, তার অসুখের দিক থেকে খুব একটা ইম্প্রুভমেন্ট তার একদমই হয় নাই। তার তো চিকিৎসাই হচ্ছে না। কারণ হাসপাতাল তো বন্ধ প্রায়। হাসপাতালে গিয়ে তিনি পরীক্ষা করবেন সেই পরীক্ষারও সুযোগ নেই।

দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত খালেদার প্যারোলে মুক্তির শর্ত হিসেবে দেশের বাইরে না যেতে পারার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, উনি আগের যে চিকিৎসা তার ব্যক্তিগত যেসব চিকিৎসক রয়েছেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা কনটিনিউ করছেন।

গত ১১ মে রাতে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গুলশানে ফিরোজায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুক্তির পর এটি তার প্রথম সাক্ষাৎ।গত ২৫ মার্চ নির্বাহী আদেশে ৬ মাস সাজা স্থগিত রেখে সরকার খালেদা জিয়াকে প্যারোলে মুক্তি দেয়।মুক্তির পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে থেকে নিজের বাসায় উঠেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী।

এরপর থেকে তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শে কোয়ারেন্টিনে চলে যান। ফলে নেতারা কেউ তার সঙ্গে দেখা করছেন না।গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন হয়।

উত্তরাখণ্ডে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.): উত্তরাখণ্ডে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত আটজন। ফলে রাজ্যের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০৪। মঙ্গলবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের এর তরফ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে পেশ করা বুলেটিনে জানানো হয়েছে যে করোনায় নতুন করে আটজনের শরীরে সংক্রমণ মিলেছে। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪। এরমধ্যে সক্রিয়ভাবে করোনায় আক্রান্ত ৫১ জন। একজনের মৃত্যু হয়েছে। ৫২ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। বিগত ১২ দিনে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা দেশজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০১,১৩৯। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১৬৩।

ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাব পড়তে পারে ঝাড়গ্রামে, বিপর্যের মোকাবিলা করতে তৈরি জেলা প্রশাসন

ঝাড়্গাম, ১৯ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় আমফান মঙ্গলবার রাতেই আছড়ে পড়বে সমুদ্র উপকুল অঞ্চলে। তার জেরে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়্গামেও তার প্রভাব পড়তে পারে বলে আগাম সর্তকতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তাই কোন রকম ভাবে ঝুঁকি নিতে নারাজ ঝাড়্গাম জেলা প্রশাসন। সবদিক দিয়ে এই বিপর্যের মোকাবিলা করতে তৈরী রয়েছে জেলা প্রশাসন।প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে জেলার প্রত্যেকটা ব্লকেই খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির। এছাড়াও জেলার যে সমস্ত বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য যে সমস্ত কন্টোলরুম রয়েছে সেগুলিতেও খোলা হয়েছে ত্রান শিবির। প্রয়োজনে বিভিন্ন স্কুলেও খোলা হতে পারে ত্রাণশিবির। তৈরী রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে জেলায় মোট ১২ টি ফ্লাডশেল্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে।জেলা, মহকুমা ও ব্লকস্তরে কন্টোলরুম খোলা হয়েছে।বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকের সতর্ক থাকতে রয়েছে।সিভিল ডিভিন্স ভলেন্টিয়ারদের যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত ছয়ের পাতায়

দলীয় কর্মীদের কাছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.): ধেয়ে আসছে আমফান। বুধবার দুপুর বা বিকেলে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে আঁচরে পড়বে এই সুপার সাইক্লোন। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষদের পাশে দলীয় কর্মকর্তা ও কর্মীদের দাঁড়ানোর আহ্বান করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছেন রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

মঙ্গলবার বিবৃতি জারি করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, সুপার সাইক্লোন আমফান দ্রুতগতিতে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার এমন ধরনের সাইক্লোন দেশে আছড়ে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির সাথে সমন্বয় বজায় রেখে সমস্ত রকমের প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশার ওপর এর কি প্রভাব পড়বে তা নিয়েও তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।রাজ্য সরকারগুলির সাথে সমন্বয় বজায় রেখে বিজেপি কর্মীরা সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় কাজ করে যাবে। এ বিষয়ে সোমবার কার্যকর তাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় থাকা স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

করোনায় নতুন করে আক্রান্ত সিআরপিএফের এক, বিএসএফের তিন জওয়ান

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.): বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স - এর (সিআরপিএফ) এক জওয়ান। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের তিন জওয়ানও মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

মঙ্গলবার সিআরপিএফ - এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় নতুন করে একজন জওয়ান আক্রান্ত হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছয়ের পাতায়

ফের বাড়ল জেইই-মেন-এর আবেদনের মেয়াদ

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : আরও একবার বাড়ানো হল জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেন (জেইই-মেন), ২০২০ পরীক্ষার আবেদনের মেয়াদ। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) জানিয়েছে ১৯ থেকে ২৪ মে ২০২০ তারিখের মধ্যে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। মুলত করোনার জেরে যেসব পড়ুয়ারা বিদেশে শিক্ষার পরিকল্পনা বাতিল করেছেন, তাদের সুযোগ দিতেই জেইই-মেন পরীক্ষায় আবেদনের সময় বাড়ান হয়েছে।

এদিন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) ---এর তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে সব শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে না গিয়ে দেশেই পড়াশোনা করতে চাইছেন এবং যাঁরা আগে অন্য কোনও কারণে জেইই-মেন এর ফর্ম ফিলআপ করতে পারেননি, তাঁদের আরও একবার অনলাইন আবেদনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৯ মে থেকে ২৪ মের মধ্যে ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.দ্দত্রত্রদ্বশ্বদ্রি.দ্রঠ্ঠ্থ.দ্বত্বদ্রি এই ওয়েব সাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন ও আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন। ১৪ মে বিকেল পাঁচটার মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদন ফি ওইদিন রাত ১১:৫০ এর মধ্যে জমা করতে হবে। আবেদন ফি ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাংকিং, ইউপিআই বা পেটিয়েম-এর মাধ্যমে দেওয়া যাবে।

এনটিএ-এর তরফে বলা হয়েছে, আবেদনের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বা কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা সরাসরি এনটিএ-এর ওয়েসাইট ও নির্দিষ্ট কয়েকটি ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। এগুলি হল: এবং ৮২৮৭৪৭১৮৫২, ৮১৭৮৩৫৯৮৪৫, ৯৬৫০১৭৩৬৬৮, ৯৫৯৯৬৭৬৯৫৩, ৮৮৮২৩৫৬৮০৩। এ ছাড়া অ্যাড্রেসে ই মেল করেও অনুসন্ধান করা যাবে।

প্রসঙ্গত, জেইই-মেন ২০২০ পরীক্ষার দিন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৮ থেকে ২৩ জুলাই এর মধ্যে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক জানিয়েছিলেন, চলতি বছরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেন পরীক্ষা ১৮ থেকে ২৩ জুলাই এর মধ্যে আয়োজিত হবে।

জেইই-মেন পরীক্ষার আবেদনের মেয়াদ যে বাড়তে পারে, এ দিন সকালে টুইট করে তার আভাস দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক। তিনি বলেছিলেন, যে সব শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে দেশেই পড়াশোনা করতে চান, খুব শীঘ্রই তাঁদের জন্য বড় ঘোষণা করা হবে। এর কয়েক ঘন্টা পরই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এনটিএ।

স্বচ্ছতার নিরিখে পাঁচতারা শহরের শিরোপা পেল ইন্দোর, রাজকোট

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.): স্বচ্ছতা সহ একাধিক মানদন্ডের নিরিখে যে সকল শহর পাঁচতারা শহরের তকমা পেয়েছে তাদের নাম ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী। পাঁচতারা শহরের তালিকায় রয়েছে নভি মুম্বাই, মাইসোর, ইন্দোর, রাজকোটের মতন শহরগুলির নাম।

পাঁচতারা ছাড়াও তিন তারা এবং একতারা শহরেরও নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তিন তারা শহরের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তারমধ্যে রাজধানী দিল্লী, ভোপাল, কর্নাল, জামশেদপুর, নওয়াশহর সহ ৬৫ টি শহরের নাম রয়েছে। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়ায় মূল যেটা দেখা হয় তা হল শহরের স্বচ্ছতা কতটা রয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে পাঁচটি শহর খুব ভাল কাজ করেছে। শহরে স্টার রেটিং এর শুরুটা ২০১৮ সালের ২০ জানুয়ারি গোয়ায় হয়েছিল। যেখানে অংশগ্রহণ করেছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বহু পৌরসভা।

সুপার সাইক্লোন আম্পান: আজ বাংলাদেশে ‘মহাবিপদ’ সংকেত

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৯।। বাংলাদেশের উপকূলের দিকে ধেয়ে আসা সুপার সাইক্লোন আম্পানের কারণে আজ বুধবার (২০ মে) ভোর ৬টা থেকে মহাবিপদ সংকেত দেখানো হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান।

মঙ্গলবার (১৯ মে) বিকেলে সচিবালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান বলেন, ২০ মে (বুধবার) ভোর ৬টায় বাংলাদেশ উপকূল দিয়ে ঘূর্ণিঝড়টি প্রবেশ করবে। ওই সময়ে আর কাউকে আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া সম্ভব হবে না।তিনি বলেন, আমরা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। কোন জেলায় কতজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে তার জন্য কন্টোল রুম থেকে জানছি। রাত ৮টার মধ্যে সবাইকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা সম্ভব হবে বলে আশা করেন প্রতিমন্ত্রী।তিনি আরও বলেন, একদিকে করোনা আরেক দিকে ঘূর্ণিঝড় আম্পান। আপনারা জানেন, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রোল মডেল। এসওডি অনুযায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয় মিটিং করেছি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঘূর্ণিঝড়টি চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৮১০ কিলোমিটার, কক্সবাজার থেকে ৭৬৫ কিলোমিটার, মোংলা থেকে ৬৯৫ কিলোমিটার এবং পায়রাবন্দর থেকে ৬৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতি এখন ২৪৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়, এ কারণে সুপার সাইক্লোন বলা হয়েছে।তিনি বলেন, এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো উপকূলবাসী যারা ঝুঁকিপূর্ণ ঘরবাড়িতে অবস্থান করছেন তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা। সোমবার (১৮ মে) থেকে এ কাজ শুরু হয়েছে। রাতের মধ্যে উপকূলবাসীদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিয়েছি। ২০ মে ভোর ৬টায় মহাবিপদ সংকেত দেখানো হবে। এ মহাবিপদ সংকেত দেখানোর পরে আর লোকজনকে বাড়িঘর থেকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনার কোনো সুযোগ থাকবে না। ‘ঘূর্ণিঝড়টি বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানবে এবং বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে।’

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের মাঠে থাকতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঝড় পরবর্তী দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সব মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মোট আশ্রয়কেন্দ্র ১২ হাজার ৭৮টি। এতে ৫১ লাখ ৯০ হাজার ১৪৪ জন থাকতে পারবেন। তবে করোনার কারণে ২০ থেকে ২২ লাখ মানুষকে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছি।ঘূর্ণিঝড় ‘ফণি’তে ১৮ লাখ ও বুলবুলের সময়ে ২২ লাখ মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছিল বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী।

কোভিড-১৯: বাংলাদেশে শনাক্ত রোগী ২৫ হাজার ছাড়াল, মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭০

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৯।। একদিনে আরও ২১ জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নতুন করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭০ জন।মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ৮ হাজার ৪৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করে আরও ১ হাজার ২৫১ জনের মধ্যে সংক্রমণ ধরা পড়ায় দেশে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২৫ হাজার ১২১ জন হয়েছে।

সারা দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪০৮ জন। সব মিলয়ে এ পর্যন্ত মোট ৪ হাজার ৯৯৩ জন সুস্থ হয়ে উঠলেন।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে যুক্ত হয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা মঙ্গলবার দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির এই সবশেষ তথ্য তুলে ধরেন।তিনি বলেন, গত এক দিনে যারা মারা গেছেন, তাদের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর বাসিন্দা ছিলেন ৭ জন। এছাড়া ২ জন মহানগরীর বাইরে ঢাকা জেলার, ২ জন নারায়ণগঞ্জের, ১ জন নরসিংদীর, ১ জন চট্টগ্রামের, ২ জন কুমিল্লার, ২ জন গাজীপুরের, ১ জন চাঁদপুরের, ১ জন শেরপুরের, ১ জন বাগেরহাটের, ১ জন ঝালকাঠির বাসিন্দা ছিলেন।তাদের মধ্যে দুইজনের বয়স ছিল সত্তরের বেশি। এছাড়া ৪ জনের বয়স ছিল ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে, ৫ জনের বয়স ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে, ৫ জনের বয়স ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে, ২ জনের বয়স ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে, ২ জনের বয়স ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এবং ১ জনের বয়স ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে।

বুলেটিনে জানানো হয়, গত এক দিনে দেশের ৪২টি ল্যাবে ৮ হাজার ৪৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।এই সময়ে নতুন করে ৩২৬ জনকে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে আইসোলেশনে রয়েছেন ৩ হাজার ৬১৬ জন।

জঙ্গী যোগ ! কাশ্মীরে গ্রেফতার এক ব্যক্তি, বাজেয়াপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার লোলাবের অন্তর্গত তেকিপোড়া গ্রামে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কয়েক রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।ইতিমধ্যেই ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে কোনো জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তির।

মঙ্গলবার নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে খবর আসে যে তোকিপোড়া গ্রামে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি ঘোরাফেরা করছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান চালায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের জওয়ানরা। ঘটনাস্থল থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে জানায় বাগাত কলোলিতে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তার কথামতো সেই জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে একটি পিস্তল, মেশিনগান, পাঁচ রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করে নিরাপত্তা বাহিনী।এছাড়াও তার কাছ থেকে নিষিদ্ধ কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও একাধিক বিষয়ে জানা যাবে।

মঙ্গলবার আগরতলায় এসইউসিআই মানব শৃঙ্খল তৈরি করে। ছবি- নিজস্ব।

লকডাউন শিথিল হলে বাড়বে করোনা, আশঙ্কা চিকিৎসকদের

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন শিথিলের পক্ষে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই চতুর্থ দফার লকডাউন গোটা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও জারি করা হয়েছে।কিন্তু কন্টেইনমেন্ট জোন বাদে বহু ক্ষেত্রেই লকডাউন শিথিল করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি কার্ফু যে রাজ্যে সরকারি ভাবে কার্যকর হবে না তাও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু রাজ্যের চিকিৎসক মহলের মতে লকডাউন শিথিল হলে বাড়বে করোনা সংক্রমণ।

মঙ্গলবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রভাত সিং জানিয়েছেন, লকডাউন শিথিল হলে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু করোনাকে নিয়েই রাজ্যবাসীকে বাঁচতে হবে। করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় বিপুল হারে পরীক্ষা, করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিহ্নিত করার সুযোগ পেয়েছিল প্রশাসন। বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে আগামী দেড় থেকে দুই বছর করোনার সঙ্গে লড়াই করতে হবে।আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে করোনার যে ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে সেই তুলনায় ভারতে করোনা ভয়াবহতা কম। তবে প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ রয়েছে।বিশেষ করে যাদের উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেয়, হৃদযন্ত্রের সমস্যা রয়েছে তাদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রভাত বাবু আশা প্রকাশ করেছেন আগামী দুই মাসের মধ্যেই হয়তো করোনার প্রতিষেধক আবিষ্কার হবে। কিন্তু ভারতে বিপুল জনসংখ্যায় সেই প্রতিষেধক দিতে সময় লাগবে। ফলে দেশবাসীকে জীবনশৈলীতে পরিবর্তন আনতে হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ঘনঘন হাত ধোয়া, মাস্ক পরা, যোগাভ্যাস করতে হবে।

সার্ভিসেস অফ ডর্ক্টস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক চিকিৎসক ডাঃ সজল বিশ্বাস জানিয়েছেন, আরো একটু সময় নিয়ে লকডাউন শিথিল করা যেতে পারত। যত পরিমাণ করোনা পরীক্ষা হওয়ার প্রয়োজন তা হচ্ছে না এ রাজ্যে। বর্তমানে প্রতি ১০ লাখ জনগণে মাত্র এক হাজার পরীক্ষা হচ্ছে। যেখানে ন্যূনতম প্রয়োজন ১০ হাজার পরীক্ষার। আমেরিকা ও ইউরোপের মতন উন্নত দেশগুলিতে এই সংখ্যাটা ৩০ হাজার। মদের দোকান খোলার ছাড় দিয়েই গোড়ায় গলদ করেছে প্রশাসন। কারণ এরপরে জনগণ প্রশ্ন তোলে মদের দোকান খুললে অন্যান্য পরিষেবা কেন খোলা হবে না। ফলে বাধ্য হয়েই প্রশাসন লকডাউন অনেকাংশে শিথিল করেছে। লকডাউন শিথিল হলে করোনা বাড়বে। অন্যান্য রোগের চিকিৎসার জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। তিন ভাগের এক ভাগ পরিকাঠামো নিয়ে কাজ চলছে। সেখানে করোনা ভয়াবহতা বেড়ে গেলে বর্তমান পরিকাঠামো থেকে পরিষেবা পাওয়া দুষ্কর।পরিকাঠামোগত অভাব ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব এই রাজ্যে রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার নবান্নের সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ২১ মে থেকে কনটেনমেন্ট জোন ছাড়া অন্যান্য এলাকায় সমস্ত বড় দোকান খুলবে।

জেলা প্রশাসন

পাচের পাতার পর

থাকতে বলা হয়েছে। রাখা হয়েছে নৌকা ও স্পিডবোট। এমনকি পৌরসভাতেও খোলা হয়েছে ২৪ ঘন্টা কন্টোল রুম। দুটো একশান টিম রয়েছে। রাখা হয়েছে জেসিবি ও পাম্প। এছাড়াও প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য দুজন করে ভলেন্টিয়ার প্রস্তুত রয়েছে। ৯ টি রেসকিউ সেন্টার করা হয়েছে।পাশাপাশি বিশেষ সচেতনার সাথে সর্তকতা অবলম্বন করে মঙ্গলবার রাস্তায় বের হতে বলা হয়েছে প্রশাসন সুত্রে। এবিষয়ে ঝাড়্গামের মহকুমা শাসক সুবর্ণ রায় বলেন, 'জেলা, মহকুমা ও ব্লক প্রশাসন সব দিক দিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। প্রতিটি ব্লকে অফিসে কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। পুরসভাতে ২৪ ঘন্টার কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। মজুত রাখা হয়েছে ত্রাণ সামগ্রী।

হাসপাতালে ভর্তি

তিনের পাতার পর

জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও আসেনি। রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে তিনি কোভিড ১৯ রোগে আক্রান্ত কিনা।

ডা. দিপালী বর্মণ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, হাফলং শহরে মানুষ বিনা কাজে বাইরে বেরিয়ে আসছেন। লকডাউন অমান্য করছেন অসংখ্য মানুষ। এই অবস্থায় গ্রিন জোনে বিদ্যমান ডিমা হাসাও রেড জোনে পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাটিগড়ায় পালিত ভাষা শহিদ দিবস

কাটিগড়া (অসম), ১৯ মে (হি.স.) : আজ উনিশে মে কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মাধ্যমে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভাষা শহিদ দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন সকালে কাটিগড়া হাসপাতালের সামনে শহিদ বেদিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, দক্ষিণ কাটিগড়া জেলা পরিষদ সদস্য অসীম দত্ত, বিজেপি কাটিগড়া মণ্ডল সভাপতি বাবলা দেব।অপরদিকে বিজেপি-র কালাইন মণ্ডল কার্যালয়েও আজ অস্থায়ী শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন মণ্ডল সভাপতি নিত্যগোপাল দাস, বিপ্লবকান্তি পাল, সুদীপ দাস, সন্দীপ দেব, অমিতাভ চক্রবর্তী প্রমুখ।এদিন মুখে মাস্ক পরে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে একাদশ ভাষা শহিদ দিবস পালন করেছে কাটিগড়ার পথিকৃৎ সামাজিক সংস্থা, সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘ। অন্যদিকে পশ্চিম কাটিগড়ার দিগরখাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে একাদশ ভাষা শহিদ দিবস পালন করেছে। কার্যসূচির মধ্যে ছিল শহিদ বেদিতে মাল্যদান, পুস্পার্ঘ্য নিবেদন, আলোচনা, নীরবতা পালন। শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে মালিডরে পুরাতন বিআরটিএফ কোয়ার্টারে অবস্থানরত শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি তথা দিগরখাল এমই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক ঋতিন্দ্র পাল, সহ-সম্পাদক বিশ্বেশ্বর দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক তথা শিক্ষক সুমন দাস, সুমা মালাকার প্রমুখ।শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে আজ সিদ্ধেশ্বরে আয়োজন করা হয় এক অনুষ্ঠান। এতে বিভিন্ন এলাকার ছাত্র, যুবক, মহিলা সহ সাধারণ জনতা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত জনগণের পক্ষে অস্থায়ী শহিদ বেদিতে অমর এগারো শহিদের উদ্যেশ্যে পুষ্পমাল্য ও প্রদীপ প্রজ্বলন করেন কাটিগড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি নবেন্দু শেখর নাথ। এর পর এক ঘরোয়া পরিবেশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নবেন্দু শেখর নাথের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা, বিশেষ করে রণজিৎ দাস, রতন দাস, বিদ্যুৎ দাস প্রমুখ শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে সংক্ষেপে বক্তব্য পেশ করেন। শেষে সভাপতি নবেন্দু শেখর নাথ ১৯৬১ সালের ১৯শে মে-র আগে ও পরের ভাষা আন্দোলনের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।তিনি এদিন অবিভক্ত কাছাড় জেলার নেতাদের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন এবং অমর একাদশ শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। ১৯শে মে তারিখে অসম সরকারকে সত্বর ছুটির দিন ঘোষণা করা, মেহরোত্রা কমিশনের রিপোর্ট সত্বর প্রকাশ করা, শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের নাম "শিলচর ভাষা শহিদ স্টেশন" করা, সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি সার্কুলার বাংলা ভাষায় চালু করা, বাংলা ভাষার উপর রাজ্য সরাকরের আগ্রাসন সত্বর বন্ধ করা ইত্যাদি দাবি সভা মারফত সরকারের কাছে পেশ করেন বক্তা নবেন্দু শেখর নাথ।

আমফান মোকাবিলায় সতর্ক কলকাতা পুলিশও

কলকাতা,১৯ মে (হি স): একদিকে আতঙ্কে কাঁপছে দেশ থেকে শহর।অন্যদিকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় আমফান। তবে, আমফানে যাতে ক্ষতি না হয় শহরবাসী সেদিকে তৎপর প্রশাসন।আমফান নিয়ে সতর্ক কলকাতা পুলিশ। বিভিন্ন জায়গায় চলছে মাইকিং।

আমপানের এখন অবস্থান দিঘা থেকে ৬৩০ কিলোমিটার দূরে। আর ওড়িশার পারাদ্বীপ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের দূরত্ব ৪৮০ কিলোমিটার।মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে ওড়িশার উপকূলের জেলাগুলিতে। দুপুরের পর থেকে মেঘলা আকাশ ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবার বিকেলে ৪৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে ভারী বৃষ্টি পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বৃষ্টি হতে পারে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার।সন্ধে বা রাতের দিকে বৃষ্টির সঙ্গে হালকা ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলিতেও।মঙ্গলবার রাত ও বুধবার ভোরে উপকূলের জেলাগুলিতে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ আরো বাড়বে। সকালের দিকে তা ১০ মিটার প্রতি ঘন্টায় পৌঁছে যাবে বিকেলের দিকে অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার সময় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ঘণ্টায় গতিবেগ ১৯৫ কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা। আর তাই আগে থেকেইআমফান নিয়ে সতর্ক কলকাতা পুলিশ। পুরোন ও বিপজ্জনক বাড়ি খালি করতে নির্দিষ্ট থানাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। বিজ্ঞাপনের বড় হোর্ডিং খুলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধারাল জিনিস খোলা অবস্থায় না রাখতে নির্দেশ লালবাজারের। পাশাপাশি রিভার ট্রাফিক পুলিশও নজরদারি চালাচ্ছে। বিভিন্ন গঙ্গা ধারে নজরদারি চালানো হচ্ছে যাতে কেউ গঙ্গার ধারে না যায়।

বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান

সাতের পাতার পর

ঝুঁকিপূর্ণ। গতি ছিল অসাধারণ। থ্রো করলে স্টাম্প মিস করতেন কমই। এক মৌসুমে করেছিলেন ৩০ রান আউট।

বোলিংয়েও আছে অনেক অর্জন। অক্সফোর্ডের বিপক্ষে কেমব্রিজের হয়ে দুই ইনিংসেই নিয়েছিলেন ৬ উইকেট করে। ১৯০০ সালে এসেক্সের বিপক্ষে ২৯ রানে নিয়েছিলেন ৮ উইকেট। ১৮৯৫ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপক্ষে ৫৪ রানে ৮ উইকেট, ১৯০২ সালে মিডলসেক্সের বিপক্ষে ৮ উইকেট নিয়েছিলেন ৫৮ রানে। ওই বছরই সিডনিতে বোলিং ওপেন করে ফিরিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম চার ব্যাটসম্যানকে।

শুধু ক্রিকেটে পড়েনি জেসপের মেধার ছাপ। হকিতে ছিলেন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু। বিলিয়ার্ড, রাগবি, ফুটবলেও দেখিয়েছেন দক্ষতা। ১০ সেকেন্ডের একটু বেশি নিয়ে শেষ করতে পারতেন ১০০ মিটার দৌড়। গলফের হাতও ছিল পাকা।

কিছু মণি-মুক্তা

জেসপের ক্যারিয়ারের আগ্রাসী সব ইনিংসের রত্ন ভাণ্ডার থেকে কিছু মণি-মুক্তা তুলে আনলেই বোঝা যাবে তার বিশেষত্ব।

তার একমাত্র টেস্ট সেঞ্চুরির কথা বলা হয়েছে ওপরে। ৭৭ মিনিটে সেঞ্চুরি করেছিলেন সেই ১৯০২ সালে, ভাবা যায়!

সেটিও কোন পরিস্থিতিতে, ২৬৩ রান তাড়ায় যখন ৪৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে দল। উইকেট ভীষণরকম ব্যাটিং দুরূহ। সেখানেই নেমে পাল্টা আক্রমণে অস্ট্রেলিয়ান বোলিং গুঁড়িয়ে দেন জেসপ। ষষ্ঠ উইকেটে স্ট্যানলি জ্যাকসনের সঙ্গে গড়েন ১০৯ রানের জুটি, তাতে জ্যাকসনের অবদান ছিল কেবল ১৮! জেসপের দুর্দান্ত ইনিংসে ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি জিতেছিল ১ উইকেটে।

১৯০০ সালে ইয়র্কশায়ারের বিপক্ষে এক ম্যাচে দুই ইনিংসেই লাঞ্চের আগে করেন সেঞ্চুরি। সে সময়ে ইয়র্কশায়ারের বোলিং উদ্বোধন করতেন ইংল্যান্ডের মূল দুই পেসার জর্জ হার্স ও উইলফ্রেড রোডস। ১৯০৩ সালে হোভে সাসেক্সের বিপক্ষে ১৭৫ মিনিটে করেছিলেন ২৮৬ রান।

১৮৯৭ সালে ইয়র্কশায়ারের বিপক্ষে ৪০ মিনিটে করেছিলেন ১০১ রান, তার দ্রুততম সেঞ্চুরি। সেই সময়ে এটাই ছিল রেকর্ড। ১৯০৭ সালে ৪২ মিনিটে ছুঁয়েছিলেন সেঞ্চুরি। সব মিলিয়ে এক ঘণ্টার ভেতরে তার সেঞ্চুরি আছে ১২টি।

দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ডও একসময় ছিল জেসপের। ক্যারিয়ার সেরা ২৮৬ রান করার পথে দুইশ রান ছুঁয়েছিলেন কেবল দুই ঘণ্টায়। আরেকবার সমারসেটের বিপক্ষে ১৯০৫ সালে ২৩৪ রান করার পথে ডাবল সেঞ্চুরি ছুঁয়েছিলেন ১৩০ মিনিটে। ১৯০১ সালে লর্ডসে ইয়র্কশায়ারের বিপক্ষে ২৩৩ রান করার পথে ১৩৫ মিনিটে এসেছিল ডাবল।

১৯০১ সালে সাসেক্সের বিপক্ষে ৪ রানে প্রথম উইকেট পড়ার পর ক্রিজে গিয়েছিলেন। ৭০ রানে দলের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার সময় তার রান ছিল ৬৬!

এই ছিলেন জেসপ। ইংলিশ ক্রিকেটে তাকে নিয়ে গল্পগাঁথার শেষ নেই। ক্রিকেটের গল্পও দারুণ সমৃদ্ধ তার সৌজন্যে।

ছন্দে ফিরছে তেলিনিপাড়া, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্য সরকাব

হুগলি, ১৯ মে (হি. স.) : টানা বেশ কয়েকদিন উত্তপ্ত থাকার পর অবশেষে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে হুগলির ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়া।পরিস্থিতি বিচার করে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সোমবার রাতেই এলাকা থেকে তুলে নেওয়া হলে ১৪৪ ধারা।তবে ১৪৪ ধারা তুলে নিলেও এলাকায় পুলিশি টহলদারি চলছে। নজর রাখা হচ্ছে বহিরাগতদের দিকে।তবে এখনও কয়েকজনকে ক্যাম্পে রাখা হয়েছে বলে খবর।এরই মধ্যে চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ ও ভদ্রেশ্বর পৌরসভার একটি দল তেলেনিপাড়ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।এরপরই স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে গোষ্ঠী সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা কথা বলা হয়।তেলিনিপাড়ায় যাঁদের বাড়ি-ঘর পুড়েছে ও ভাঙচুর করা হয়েছে তা মেরামতের ব্যবস্থা পৌরসভা করবে বলে জানা গেছে।নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ২৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে।

বিভিন্ন বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ সহ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ তেলেনিপড়ার প্রায় দের কিলোমিটার জুরে বাসিন্দাদের জন্য হুগলি জেলা প্রসাশনের তরফে থেকেও ভদ্রেশ্বর পৌরসভাকে এই এলাকার মোট ২০০ টি পরিবারের জন্য প্রায় ১৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার চেক দেওয়া হবে এরই পাশাপাশি আরও ৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা দেওয়া হবে চন্দননগর গোন্দালপাড়া এলাকার ২০ টি পরিবারকে। সেখান থেকে টাকা তুলে দেওয়া হবে পরিবারগুলির হাতে। ইতিমধ্যেই এর প্রক্রিয়া শরু করেছে জেলা প্রশাসন।জেলাশাসকের মাধ্যমে ভদ্রেশ্বর পৌরসভা ও চন্দননগর পৌরনিগমের হাতে তুলে দেওয়া হবে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই ক্ষতিপূরন দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। এদিকে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারেটের প্রধান হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৩৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।এলাকার পরিস্থিতি পুরোপুরি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।যদিও পুলিশি নজরদারি চলছে। বর্তমানে স্বাভাবিকের পথে তেলেনিপাড়া। এই বিষয়ে তৃণমূলের হুগলি জেলার সভাপতি দিলীপ যাদব বলেন,গোটা কান্ডে পুলিশের ভুমিকা প্রশংসনীয়, পুলিশ তার মতো কাজ করছে, ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্তদের সকলকে সাহায্য করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভদ্রেশ্বরের এই তেলেনিপাড়ায় বেশ কয়েকজনের করোনা আক্রান্তের হদিস পায় স্বাস্থ্য দফতর। এরপরই গোটা তেলেনিপাড়া ভাগে ভাগে সাময়িক ভাবে টিন দিয়ে ঘিরে পাঁচিল দেয় প্রশাসন। অভিযোগ সেই বেড়া টপকে অন্য পাড়াতে যাতায়াত করছিল অন্য পাড়ার এলাকাবাসীরা।বারে বারে এই কান্ডে অন্য এলাকা থেকে সেখান দিয়ে যেতে বারন করে সেই এলাকার বাসিন্দারা। এর ফলে শরু হয় দুই পক্ষে মধ্যে বচসা। একটা সময় বচসা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়।শুরু হয় এ পাড়া ও পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষ, মারপিট ও বোমাবাজি।

সংঘর্ষ বেধে যায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। এরপর বাড়ি ভাঙচুর থেকে শুরু করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া সবই হয়েছে এই তেলেনীপাড়ায়।পরবর্তী সময়ে পুলিশ এলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে অভিযোগ ছিলো। উল্টে বেশ কয়েকদিন ধরে এলাকায় রিতিমত তান্ডব চলে।যদিও পুলিশের বক্তব্য ছিল অভিযুক্তদের গ্রেফতার কর হচ্ছে। এলাকার দখল নিচ্ছে পুলিশ। এদিকে গোটা ঘটনার জন্য পুলিশ প্রশাসনের দিকে ক্ষোভ উগরে দিয়ে এলাকায় যেতে গিয়েছিলে হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। যদিও মাঝপথেই তাদেরকে আটকে দেয় পুলিশ।কিন্তু গোটা ঘটনার বিবরন দিয়ে রাজ্য সরকার ও এলাকায় পুলিশের ভুমিকায় বারে বারেসোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয় লকেট।শুধু তাই নয় তেলেনিপড়ায় কান্ডে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ভিডিও ও সরকারের ভূমিকা নিয়ে নানা ব্যঙ্গ ভাইরাল হয়। এরপরই হুগলির জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও একটি নির্দেশিকা জারি করে গত ১২ মে থেকে ১৭ মে পর্যন্ত শ্রীরামপুর ও চন্দননগর মহকুমা এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়।এরপরই ধীরে ধীরে শান্ত হয় এলাকা।

গ্রামবাসীর

● প্রথম পাতার পর

ফলে চেন্নাই ফেরত ওই সাতজনকে বাড়িতে ঢুকতে গ্রামবাসীরা বাধা দেন। তবে তাদের বোঝানো হয়েছে এবং কচুছড়া থানার পুলিশ গিয়ে ওই সাতজনকে ফিরিয়ে এনেছে। তিনি বলেন, ওই সাতজনকে পৃথক একটি বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামবাসীরাই তাদের খাবারের বন্দোবস্ত করছেন।

সিআইএসএফ জওয়ান

তিনের পাতার পর

সারা দেশে সিআইএসএফ জওয়ানরা কি অবস্থায় আছে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ছয় জন। ২১ জওয়ান সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। গোটা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৯। এইসকল আক্রান্ত চিকিৎসা বিভিন্ন হাসপাতালে হচ্ছে।

বিএসএফের তিন জওয়ান

পাচের পাতার পর

বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৫। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২৮ জন জওয়ান। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৯। বিএসএফ- এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে তিনজন জওয়ান আক্রান্ত হয়েছে। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৪। দিল্লি জুড়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১৯ জন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। সবমিলিয়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০১,১৩৯।বিগত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৩৪।সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১৬৩।

শহিদ স্মরণ

তিনের পাতার পর

পুরপ্রধান নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর, জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপকুমার দে, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিজেন্দ্রপ্রসাদ সিং প্রমুখ।

কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে সব স্থানেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান করা হয়েছে আজ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা এবার কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করেনি। কারণ লকডাউনের জন্য জনসমাবেশ সহ বিভিন্ন ধরনের সভা সমিতি ও অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে রয়েছে বাধা নিষেধ।

এদিকে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় একাদশ শহিদের স্মরণ করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসনও। ডিসি অফিস প্রাঙ্গণে অস্থায়ী শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সত্তাওয়ান এবং সহকারী কমিশনার অভিলাষ বার্নওয়াল সহ বিভাগীয় আধিকারিক ও কর্মীরা। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে নিজের প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন এমন ১১ জন সাহসী হৃদয়ের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেছেন কীর্তি জল্লি। কোভিড-১৯ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সরকারি গাইডলাইন মেনে চলার আবেদন রাখেন তিনি।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে জারিকৃত সরকারি নির্দেশিকা মেনেই বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতি ও শিলচর শহর আঞ্চলিক সমিতি যৌথভাবে এবার উনিশে মে ভাষা শহিদ দিবস পালনের উদ্যোগ নিয়েছিল। বঙ্গসাহিত্যের কাছাড় জেলা সমিতির সভাপতি তৈমুররাজা চৌধুরী এবং শিলচর শহর আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি সঞ্জীব দেবলস্করের আবেদনে শারীরিক দূরত্ব মেনে, বাড়ি থেকে না বেরিয়ে প্রত্যেকে উনিশে মে সকাল ৮ টায় নিজের বাড়িতেই শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেই সঙ্গে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শহিদ-স্মৃতিতে বাড়ি বাড়ি প্রদীপও জ্বালানো হয়েছে।

আজ বঙ্গসাহিত্যের কাছাড় জেলা সমিতি ও শিলচর শহর আঞ্চলিক সমিতির যৌথ উদ্যোগে 'শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামে একটি অডিও সিডি উন্মোচন করা হয়ছে। সিডিটি শহরে বাজিয়ে শোনানো হয়। এর গ্রন্থনা করেছেন সঞ্জীব দেবলস্কর, আবৃত্তি করেছেন অমিত সিকিদার এবং ভাষ্যপাঠ করেছেন সব্যসাচী পুরকায়স্থ। যৌথ উদ্যোগে 'প্রসঙ্গ উনিশে' শীর্ষক একটি পুস্তিকাও উন্মোচিত হয়েছে আজ। এতে লিখেছেন বিভাসরঞ্জন চৌধুরী, গৌতমপ্রসাদ দত্ত, সঞ্জীব দেবলস্কর, তৈমুররাজা চৌধুরী। পুস্তিকাটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

চড়িলামের বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে ত্রান সামগ্রী বিতরণ আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মে।। চড়িলাম বিধানসভার ধারিয়ারথল ,হেরমা ,দক্ষিণ চড়িলাম এলাকার ১০০টি পরিবারের মধ্যে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হয় আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিমের পক্ষ থেকে। বেশিরভাগ পরিবারই উপজাতি অংশের।

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের চড়িলাম ব্লকের উপ ভুক্তি প্রমুখ চন্দন দেবনাথ, বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের চেয়ারম্যান ননীগোপাল দেবনাথ , অবধূতিকা চিরকৃতি আচার্যা ,স্থানীয় সমাজ সেবক শ্যামল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের ঘোষিত করোনা প্রতিষেধক হোমিওপ্যাথি ঔষধ "আর্সেনিকা এলবাম "প্রতিটি ঘরে বিতরণ করা হয় আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম বিশালগড় ইউনিটের পক্ষ থেকে।

তাছাড়াও বিশ্রামগঞ্জে বাজার ব্যাবসায়ীদের পক্ষ থেকে বাইশজন ক্ষৌর কর্মীদের এবং চারজন লেডিস বিউটি পার্লারের বিউটিশিয়ানদের নগত আর্থিক চারশ টাকা করে প্রদান করেন।এই টাকা সংগ্রহ করা হয় ডিএম ফান্ড থেকে।বাজার ব্যাবসায়ী কমিটির সভাপতি তথা বাবুল সাহা সাংবাদিক দের এই কথা বলেন।যারা যারা নগত আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন তারা সাধুবাদ জানান বিশ্রামগঞ্জ বাজার কমিটিকে।

ট্রেন

● প্রথম পাতার পর

প্রস্তুতির খোঁজখবর নেন এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন। শুধুমাত্র যাত্রীদের খাবার বন্দোবস্ত করার জন্য বিলোনিয়া থেকে রওনা হয়ে ওই ট্রেন নির্দিষ্ট দু-একটি স্টেশনে দাঁড়াবে। অন্য কোনও স্টেশন থেকে কোনও যাত্রী উঠতে পারবেন না। ওই ট্রেনে ২৪টি বগি রয়েছে। পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে যাত্রীদের ট্রেনে বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

এদিন ট্রেনের যাত্রা শুরু হওয়ার আগেই পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে খাবার, জলের বোতল এবং প্রত্যেককে মাস্ক দেওয়া হয়েছে। দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে সবুজ পতাকা নেড়ে ওই শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের নেড়ে সূচনা করেন জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, মহকুমাশাসক মানিকলাল দাস এবং পুরমাতা শুক্লা দেব সরকার। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং মহকুমা শ্রম পরিদর্শকও এদিন রেল স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেনে ওঠার আগে প্রত্যেকের থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়েছে।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামীকাল আগরতলা রেল স্টেশন থেকে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের উদ্দেশ্যে আরেকটি ট্রেন রওনা হবে। জিরানীয়া, আমবাসা এবং কুমারঘাট রেল স্টেশনে এই ট্রেনটি দাঁড়াবে। আগামী ২২ মে আসাম থেকে একটি ট্রেন চালানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আগামী ২৫ এবং ২৬ মে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে ৩ জন বিদেশী লকডাউনের কারণে আটকে ছিলেন। এরমধ্যে ২ জন গ্রীসের এবং ১ জন জর্ডানের নাগরিক। জর্ডানের নাগরিক সড়কপথে রওনা হয়েছেন। আগামীকাল ১,৮২৩ জন যাত্রীকে নিয়ে তেলেঙ্গানা থেকে একটি ট্রেন ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বহির্রাজ্যে আটকেপড়া ৬,৯৬৫ জন রাজ্যের নাগরিককে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ

সংক্রমিত

● প্রথম পাতার পর

আজ পর্যন্ত মোট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৬,২৬৯ জনের। নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৫,০৮৩ জনের। এদের মধ্যে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ১৬৯ জনের। আজ মোট ১,১৮৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৭০০টি নমুনা পরীক্ষাধীন। এছাড়াও ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের অধীনে হাপানিয়াস্থিত প্রদর্শনী কেন্দ্রকে করোনা সেন্টার করার জন্য ১ হাজার শয্যার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি দিয়ে ৩৯৫ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। এরমধ্যে ১২৯ জন ট্রাক চালক এবং ২৬৬ জন সাধারণ নাগরিক। এছাড়া দামছড়া দিয়ে ২৭ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। এদিন চুড়াইবাড়ি দিয়ে ৪১৩টি যানবাহন রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এদের মধ্যে ৪৪টি যানবাহন হটস্পট এলাকা থেকে এসেছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারকে বিনামূল্যে ৫টি ভেন্টিলেটর প্রদান করেছে টাটা ট্রাস্ট। এনিয়ে এখন কোভিড হাসপাতালে মোট ৯টি ভেন্টিলেটর রোগীদের ব্যবহারের জন্য থাকবে।

সোনিয়ার

● প্রথম পাতার পর

তেজস্বী যাদব সহ কুড়িটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর করোনা পরিস্থিতি এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের তীব্র দুর্দশা ঘোচানোর জন্য এই বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে।

হু-কে স্থায়ীভাবে অনুদান বন্ধ করার হুঁশিয়ারি, সদস্যপদ নিয়েও ভাবছেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৯ মে (হি.স.): নভেল করোনাভাইরাস নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং আমেরিকার মধ্যে টানাপোড়েন অব্যাহত। এবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে স্থায়ীভাবে আর্থিক অনুদান বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি সদস্যপদ নিয়েও ভাবছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাসকে চিঠি লিখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, "আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যদি বড় ধরনের কোনও উন্নতি করতে না পারে, তাহলে সাময়িকের জন্য নয়, হু-কে মার্কিন আর্থিক অনুদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এছাড়াও হু-এর সঙ্গে আমাদের সদস্যপদ নিয়েও পুনর্বিবেচনা করব।"

উদ্যোগ অটো প্রদান

আটের পাতার পর

করপোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার বলেন প্রায় তিন মাস আগেই অটোগুলির পারমিট তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু লক ডাউন এর কারণে তাদের হাতে অটো তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। লকডাউন এর নিয়ম-কানুন কিছুটা শিথিল হওয়ায় আগরতলার পর বিশাল গড়ে শ্রমিকদের হাতে অটোগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। আরো কিছু সংখ্যক অটোর পারমিট তৈরি হয়ে গেছে সেগুলিও শীঘ্রই শ্রমিকদের হাতে ওবিসি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হবে। তিনি জানান বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ওবিসি কর্পোরেশনের ঋণ দিয়ে তাদেরকে অটো প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

আটের পাতার পর

পঞ্জাবে ১৯৮০ জন, রাজস্থানে ৫৫০৭ জন, তেলেঙ্গানায় ১৫৯৭ জন, ত্রিপুরায় ১৬৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ৯৩ জন, উত্তর প্রদেশে ৪৬০৫ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৮২৫ জন।

কোহলির ধারে-কাছেও নেই টেন্ডুলকার- স্মিথ

লিওনেল মেসির ধারে-কাছেও নেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিংবা রোনালদোর ধারে-কাছেও নেই মেসি। এমন কথা শোনার পর কেমন লাগে?

পারফরম্যান্স ভার্নিয়ার স্কেলে মাপা গেলে হয়তো নিখুঁত করে বলা যেত, কে কত মিলিমিটার পিছিয়ে। তাই বলে ধারে-কাছেও নেই! ভক্তদের পিত্তি জ্বলে যাওয়াই স্বাভাবিক। স্টিভেন স্মিথের ভক্তদের এমন লাগতে পারে কেভিন পিটারসেনের কথা শুনে। শুধু স্মিথের ভক্তরা কেন, পিটারসেনকে ধুয়ে দিতে পারেন শচীন টেন্ডুলকারের সমর্থকেরাও। নিরপেক্ষ ভক্তদেরও ভালা লাগার কথা নয়। যদিও গুণিজনেরা বলেন, নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই! বর্তমান ক্রিকেটে সেরা পাঁচ ব্যাটসম্যানের তালিকা করলে বিরাট কোহলি এবং স্মিথকে শীর্ষ দুইয়ে রাখবেন অনেকেই। দেশটা ক্রিকেটপাগল ভারত বলেই কোহলির ওপর প্রত্যাশার চাপটা হয়তো বেশি। ওদিকে স্মিথ তাঁর অপ্রথাগত টেকনিক দিয়ে টেস্টে সব জায়গায় প্রমাণিত। এমন মাপের দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে তুলনা টেনেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন। স্মিথ নাকি কোহলির

ধারে-কাছেও নেই। এমনকি টেন্ডুলকারকেও কোহলির পেছনে দেখেন পিটারসেন।জিম্বাবুয়ের সাবেক পেসার, ধারাভাষ্যকার পমি মবাঙ্গার সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে লাইভ সেশনে এমন কথা বলেন পিটারসেন। অনেকে ভাবতে পারেন, ইংল্যান্ডের জার্সি পরেছেন বলেই অস্ট্রেলিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবটা থেকে গেছে তাঁর। যদিও ইংল্যান্ডের সঙ্গে শেষটা মোটেও ভালো হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকান বংশোদ্ভুত এ ক্রিকেটারের।

সে যাই হোক, পিটারসেনকে বলা হয়েছি কোহলি ও স্মিথের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে। পিটারসেন বেছে নেন এভাবে, ”কোহলি, আর কোনো কথা হবে না।সে একটা “ফ্রিকশো”। ভারতের হয়ে রান তাড়া করে তার জয়ের রেকর্ড এবং যে পরিমাণ চাপ সামলায়, স্মিথ তার ধারে-কাছেও নেই।”

মবাঙ্গা এরপর কিছুটা সামনে ঠেলে দেন পিটারসেনকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান ও সেঞ্চুরির মালিক টেন্ডুলকার ও কোহলির মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বলেন। পিটারসেন এখানেও অনড়, ”আবারও বিরাট, কারণ তার রান তাড়া করার সংখ্যা। এটা ভীতিকর। রান তাড়ায় তার গড় ৮০। তার সব ওয়ানডে সেঞ্চুরি এসেছে রান তাড়া করে। ভারতকে সে ধারাবাহিক জয় এনে দেয়।”পিটারসেন আরেকটু ব্যাখ্যা করেন, ”এই বিষয়টা আমাকে খুব প্রভাবিত করে। ম্যাচসেরা হওয়া।কীভাবে খেলেছি, কেমন খেলেছি সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কত গুলো ম্যাচসেরার পুরষ্কার, ইংল্যান্ডকে কতগুলো ম্যাচে জিতিয়েছি, এসব। সে ভারতের হয়ে এ কাজটাই করছে। অবাস্তব সব সংখ্যা।” সংক্ষিপ্ত সংস্করণে অনেকে এগিয়ে রাখেন কোহলিকে, টেস্টে স্মিথকে। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এ অধিনায়ক। কোহলি দুইয়ে। ওয়ানডেতে ভারতীয় অধিনায়ক শীর্ষে, স্মিথ নেই শীর্ষ দশেও।

গিলবার্ট জেসপ: শত বছর আগেই যিনি ছিলেন বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান

তিনি উইকেটে যাওয়া মানেই ছিল ফিল্ডারদের ব্যস্ত সময়ের শুরু। মাঠের বাইরে থেকে বল কুড়িয়ে আনতেই থাকতে হতো তটস্থ! প্রায়ই বল উড়ে চলে যেত মাঠের বাইরে। কখনও গিয়ে পড়ত পাশের বাড়ির আঙিনায়, কখনও ভেঙে দিত বাইরের রাস্তায় থাকা গাড়ির কাঁচ। এখনকার এই টি-টোয়েন্টির যুগে বিধ্বংসী ব্যাটসম্যানদের কতই না কদর। কিন্তু শত বছর আগেই এমন ব্যাটিংয়ে মাঠ মাতিয়েছেন গিলবার্ট জেসপ।

অথচ তিনি মূলত ছিলেন বোলার। বেশ গতিময় ফাস্ট বোলার। এতটাই ভালো বোলার যে বোলিং দিয়েই জায়গা করে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে। দুর্দান্ত ছিলেন ফিল্ডিংয়েও। বুলেট গতিতে পৌঁছে যেতেন বলের কাছে, থ্রোয়ে ছিল প্রচণ্ড জোর। তবে ক্রিকেট ইতিহাস তাকে আলাদা করে মনে রেখেছে ব্যাটিংয়ের জন্যই। এখানেই তিনি ছিলেন সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে!

সময়ই আজ মনে করিয়ে দিচ্ছে জেসপকে। ১৯ মে যে তার জন্মদিন! ১৮৭৪ সালের এই দিনে গ্লস্টারশায়ারের চেল্টেনহামে তার জন্ম।

ব্যাটিংয়ে তার কাছে আক্রমণই ছিল শেষ কথা। বল ওড়াতেন এদিক-ওদিক। বল হাতে পেলে ঘায়েল করতে চাইতেন ব্যাটসম্যানকে। উইকেট শিকারেই ছিল চোখ। ফিল্ডিংয়ে কাজে লাগাতে চাইতেন প্রতিটি সুযোগ। প্রতিটি রান আটকাতে উজাড় করে দিতেন নিজেকে। এখনকার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট তো এরকম আকর্ষণীয় প্যাকেজই চায়!

গ্লস্টারশায়ারে তিনি কিংবদন্তি। ২০ বছরের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে ৪৯৩ ম্যাচে রান করেছেন ২৬ হাজার ৬৯৮। ৫৩ সেঞ্চুরির পাশে ফিফটি ১২৭টি। ২২.৭৯ গড়ে নিয়েছেন ৮৭৩ উইকেট।

ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট ক্যারিয়ার খুব সমৃদ্ধ নয়। ১৮ টেস্টে উইকেট মাত্র ১০টি। মোটে ৫৬৯ রান করতে পেরেছেন ২১.৮৮ গড়ে। সেঞ্চুরি কেবল ১টি।

তবে ওই সেঞ্চুরিই ফুটিয়ে তুলতে পারে জেসপের গোটা ক্যারিয়ারকে। ১০৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন মাত্র ৭৭ মিনিটে! এটিই জেসপ। ক্যারিয়ার রান, পরিসংখ্যান, এসবে তাকে বোঝা যায় সামান্যই। ক্রিকেটে তিনি আজও স্মরণীয় ব্যাটিংয়ের ধরনের কারণেই।

পরিস্থিতি যাই হোক, নিজের সহজাত ক্রিকেটই খেলতেন জেসপ। তার ক্রিজে যাওয়া মানেই দর্শকদের জন্য ছিল আনন্দের বান। সে সময়ে তার ব্যাটিংয়ের চেয়ে বিনোদনদায়ী কিছু কমই ছিল ক্রিকেটে।

ঘণ্টায় ৭৯ রান!

ব্যাটিং গ্রেট ফ্র্যাঙ্ক উলি, ভিক্টর ট্রাম্পার সেই যুগে ঘণ্টা প্রতি গড়ে করতেন ৫৫ রান। ডন ব্র্যাডম্যান, ডেনিস কম্পটনদের গড় রান ছিল ৪৫-এর আশেপাশে। জেসপ রান তুলেছেন ঘণ্টায় গড়ে ৭৯ করে! ক্যারিয়ারে কেবল একবার তিন ঘণ্টার বেশি ব্যাট করেছেন, কিন্তু ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন পাঁচবার। তার গড়ন ছিল ছোটখাটো। উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, ওজন ৭০ কেজির কম। কিন্তু তার ব্যাটিং ছিল ওজনদার! খুনে ব্যাটিংয়ে মন রাঙাতেন দর্শকদের।

সে সময় মাঠের সীমানা দড়ি পার হলে মিলত ৫ রান। ছক্কার জন্য বল ফেলতে হতো স্টেডিয়ামের বাইরে। সেই যুগেও ছক্কা মেরেছেন তিনি হেসেখেলে। ম্যাচ পরিস্থিতি যেমনই হোক, সামনে যে বোলারই থাকুক, জেসপ পরোয়া করেছেন সামান্যই। বোলারদের জন্য তিনি ছিলেন বিভীষিকা। বল সীমানা ছাড়া করতেন অনায়াসে। দল চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে? জেসপ নেমে ৩০ মিনিটেই পাল্টে দিতেন চিত্র।

জেসপের ৫৩ সেঞ্চুরি ব্যবচ্ছেদ করে দেখা যায়, তিনি ক্রিজে যাওয়ার পর দলের ৭২ শতাংশ রান তার ব্যাট থেকেই এসেছে!

১৭৯ টি পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংসের কেবল ২৭টিতে রান করেছিলেন

মিনিটের চেয়ে কম গতিতে। গড়ে একশ রানে পৌঁছাতে সময় নিতেন ৭২ মিনিট।

‘সর্বকালের সেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার’

সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ধারাভাষ্যকার রিচি বেনো একবার বলেছিলেন, তার কাছে সর্বকালের সেরা ওয়ানডে খেলোয়াড় জেসপ। অথচ আন্তর্জাতিক ওয়ানডের আবির্ভাবের ১৬ বছর আগেই জেসপ বিদায় নিয়েছিলেন দুনিয়া থেকে!

অবিশ্বাস্য, কিন্তু এটিই সত্যি। জেসপের ব্যাটিংয়ের ধরণ এমন ছিল যে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনি কেমন করতেন, এ নিয়ে চর্চা হয়েছে অনেক।

নিজের ধরণটা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ক্যারিয়ারের প্রথম বল থেকেই। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ১৮৯৪ সালে। অভিষেক ইনিংসে যখন উইকেটে গেলেন, বোলার তখন হ্যাটট্রিকের অপেক্ষায়। জেসপ গিয়ে প্রথম বলটিই পাঠালেন বাউন্ডারিতে!

অভিষেকের সেই সম্ভাবনার প্রতিফলন ছিল তার ক্যারিয়ার জুড়ে। দুই দশকের ক্যারিয়ারে সহজাত আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে অটল থেকেছেন জেসপ।

তার ব্যাটিং স্টান্সও ছিল কৌতূহল জাগানিয়া। নিচু হয়ে থাকতেন, বল ডেলিভারি দেওয়ার সময় আরও নিচু হয়ে যেতেন। এজন্য তার নাম হয়ে গিয়েছিল ‘ক্রাউচার।’ মনে হতো, বল থেকে বাঁচার জন্য বুঝি অমনভাবে দাঁড়িয়েছেন। বল ডেলিভারির পর পাল্টে যেত চিত্র। পুরোটা সময় চোখ রাখতেন বলে। খুব দ্রুত পৌঁছে যেতে পারতেন পজিশনে। কব্জি যেন ছিল ইস্পাত দৃঢ়। সঙ্গে অসাধারণ ট্যাকটিক্যাল মস্তিষ্ক।

তার স্টান্স দেখে ফাস্ট বোলাররা প্রায়ই ঠুকে দিতেন বল। সেগুলো অনায়াসে হুক-পুল করতেন মনের আনন্দে। পায়ের কাজ এতটা দুর্দান্ত ছিল যে লেগ স্টাম্পের বলও কাট করতে পারতেন, বা অফ স্টাম্পের বাইরের বলে পুল! হাতে এতো শট ছিল যে তার সামনে ভালো লেংথ বলে কিছু ছিল না। তিনি সব সময় বলতেন, ভালো বোলারদের খেলতেই বেশি পছন্দ করেন।

সত্যিকারের অলরাউন্ডার

ব্যাটিংয়ের জন্যই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। তবে তার বোলিং আর ফিল্ডিংয়ের কথা তো বলা হয়েছে আগেই!

১৮৯৯ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত খেলেছেন টেস্ট। কারও কাছে তিনি ছিলেন অটোমেটিক চয়েজ, কারও কাছে জুয়া। সমুদ্র যাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়তেন বলে দেশের বাইরে খুব একটা খেলেননি। তিনবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায় খেলার প্রস্তাব। খেলেছিলেন স্রেফ একবার।

ক্যারিয়ারের শুরুতে ছিলেন গতিময় প্রাণবন্ত এক পেসার। ১৯০০ সালে এক মৌসুমে দুই হাজার রান ও ১০০ উইকেটের ডাবল স্পর্শ করেন। এই ডাবল ছোঁয়া তৃতীয় ক্রিকেটার ছিলেন তিনি।

কাভারে অন্যদের চেয়ে একটু পিছিয়ে দাঁড়াতেন। তার কাছাকাছি গেলে রান নেওয়া ছিল বেশ

ছয়ের পাতায়

অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তুলনীয় স্কিল আমার নেই: স্টেইন

নিজেদের দেশের টেস্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তারা। তবে জেমস অ্যান্ডারসনের সঙ্গে নিজের তুলনার কোনো সুযোগ দেখেন না ডেল স্টেইন। দক্ষিণ আফ্রিকান এই পেসারের মতে, অ্যান্ডারসনের মতো স্কিল নেই তার।

লাল বলের ক্রিকেটে বল সুইং করানোয় জুড়ি নেই অ্যান্ডারসনের। দুই দিকেই সুইং করাতে পারা এই ইংলিশ পেসারের ইনসুইংয়ের দারুণ ভক্ত স্টেইন। স্কাই স্পোর্টসের একটি আয়োজনে ৫৮৪ টেস্ট উইকেট নেওয়া অ্যান্ডারসনের সামনেই তাকে প্রশংসায় ভাসান স্টেইন।

“আমি জিমির (জেমস অ্যান্ডারসন) বোলিং দেখি, সে অসাধারণ। আমি কখনও ওইরকম বিশাল ইনসুইং করাতে পারব না এবং সে যেভাবে ক্রিজের ব্যবহার করে সেটাও না। আমি জিমির একজন ভক্ত।”

“আমার কোনো স্কিল নেই। দুইটা স্লোয়ার, একটা দ্রুত গতির বাউন্সার আর ইয়র্কার করি। চেষ্টা থাকে যত সম্ভব সঠিক জায়গায় বল করা।”

গতি আর সুংয়ের মিশেলে দারুল কার্যকর স্টেইন টেস্টে নিয়েছেন ৪৩৯ উইকেট। টেস্ট থেকে বিদায় নেওয়া এই পেসার জানান, সব সময় গতিকেই নিজের মূল অস্ত্র ভেবে এসেছেন তিনি।

“আমি খুব জোরে বল করতে পারি এবং বছর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু স্কিল বাড়াতে শুরু করি। সুইং করানোর দক্ষতা কিছুটা আয়ত্ত করি, ক্রিজের ব্যবহারও একটু করে বাড়াতে থাকি। কিন্তু আমি জানতাম, আমার আসল দক্ষতা হলো দৌড়ে গিয়ে জোরে বল করা এবং সঠিক লেংথে করা। আমার স্কিল সব সময়ই সীমাবদ্ধ ছিল।”

উইকেট সংখ্যায় পিছিয়ে থাকলেও বোলিং গড়ে অ্যান্ডারসন থেকে এগিয়ে স্টেইন। সেটাই মনে করিয়ে দেন ইংলিশ ডানহাতি পেসার। তার বোলিং গড় যেখানে ২৬.৮৩, সেখানে স্টেইনের ২২.৯৫।

পরিসংখ্যানের এই দিক উল্লেখ করে টেস্ট ইতিহাসের চতুর্থ সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি অ্যান্ডারসন পাল্টা প্রশংসায় ভাসান স্টেইনকে।

“ডেলের রেকর্ড তার হয়ে কথা বলে-যা অসাধারণ। অবিশ্বাস্য তার স্ট্রাইক রেট, গড়ও অবিশ্বাস্যঘণ্টা প্রতি ৯০ মাইল বেগে সে বল সুইং করাতে পারে, যা খেলা অনেক কঠিন। ডেল এমন একজন যাকে আমি অনুসরণ করি, বিশেষ করে লাল কোকাবুরা বলে।”

‘বীরদের জন্যে ফুটবল’ টুর্নামেন্টে রিয়াল-বায়ার্ন-ইন্টার

‘ইউরোপিয়ান সলিডারিটি কাপ—ফুটবল ফর হিরোস’ নামে ছোট পরিসরে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ ও ইন্টার মিলান। এ থেকে অর্জিত অর্থ ব্যয় হবে স্পেন ও ইতালির স্বাস্থ্যসেবা খাতে।

প্রত্যেক ক্লাবের মাঠে হবে একটি করে ম্যাচ, অর্জিত অর্থ ইতালি ও স্পেনের স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নতি জন্য ব্যয় করা হবে বলে মঙ্গলবার আলাদা আলাদা বিবৃতিতে জানিয়েছে ক্লাব তিনটি। ইউরোপের এই দুটি দেশে কোভিড-১৯ মহারারী অনেক বড় আঘাত হেনেছে।“বিষয়টিকে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের প্রতি সমর্থনের প্রতীক হিসেবে দেখছে বায়ার্ন, যেখানে সবাই একে অপরের খেয়াল রাখে।”

কঠিন এই সময়ে নিজের জীবনের পরোয়া না করে যারা সামনে থেকে করোনাভাইরাস মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, সেই সব স্বাস্থ্যকর্মীদের ‘নায়ক’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তিনটি ক্লাবেরই বিবৃতিতে।

ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় রিয়ালের বিপক্ষে খেলবে বায়ার্ন। নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে ইন্টারের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল। আর সান সিরোতে বায়ার্নের মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ইন্টার। বায়ার্নের বিবৃতিতে ২০২১ সালে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের কথা বলা হলেও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানানো হয়নি। দর্শকসহ ম্যাচ আয়োজনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে মাঠে গড়াবে টুর্নামেন্টটি। মহামারীর বিপক্ষে সামনে থেকে লড়াই করা স্বাস্থ্যকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হবে ম্যাচগুলোয়।

ইউরোপে সবচেয়ে বেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় ব্রিটেনের পরেই ইতালির অবস্থান। দেশটিতে মারা গেছেন ৩২ হাজারের বেশি মানুষ। ২৭ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন স্পেনে। আক্রান্তের দিক দিয়ে অবশ্য ব্রিটেন ও ইতালির উপরে স্পেন।

তুলনামূলকভাবে জার্মানির অবস্থা অতটা খারাপ নয়। পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশটিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত মারা গেছেন আট হাজারের একটু বেশি। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে জার্মান বুন্ডেসলিগাই মাঠে ফিরেছে সবার আগে। দুই মাসেরও বেশি সময় স্থগিত থাকার পর স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে কঠোর নিয়মের মধ্যে শনিবার শুরু হয়েছে খেলা।

৭২ দিন পর ক্লাবের অনুশীলনে রোনালদো

এ মাসের শুরুতে তুরিনে ফিরে ১৪ দিন সেলফ আইসোলেশনে কাটিয়ে ক্লাবের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন ইউভেন্তুস তারকা রোনালদো।

একটি কালো গাড়িতে করে মঙ্গলবার ক্লাবের অনুশীলন মাঠে আসেন পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার।

ইতালিতে ‘লকডাউন’ চলার সময়ে বান্ধবী ও সন্তানদের দিয়ে মাদেইরাতে ছিলেন পর্তুগিজ এই তারকা ফুটবলার। ইতালিয়ান ফুটবল মৌসুম বন্ধ হওয়ার এক দিন আগে, গত ৮ মার্চ অসুস্থ মাকে দেখতে মাদেইরায় গিয়েছিলেন তিনি।

সবশেষ রোনালদো ইউভেন্তুসের হয়ে খেলেছেন লিগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে, ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছিল তারা।

‘লকডাউন’-এর সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে রোনালদোকে। এসময় ফিটনেস ধরে রাখার ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন তিনি।

ইতালিয়ান সেরি আর ক্লাবগুলো গত ৪ মে থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত অনুশীলন। দলীয় অনুশীলন শুরু করার কথা ছিল সোমবার থেকে। কিন্তু ইতালিয়ান সরকারের করোনাভাইরাস টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারায় তা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সেরি আর ক্লাবগুলো।

সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, আগামী ১৩ জুন সেরি আ মাঠে ফেরানোর পরিকল্পনা করেছিল লিগ কর্তৃপক্ষ। কয়েকটি ক্লাব প্রস্তাবিত তারিখের সঙ্গে একমত নয়। সবশেষ দলীয় অনুশীলন পিছিয়ে যাওয়ায় লিগের মাঠে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে।

আগামীর অ্যাথলেটদের ”অনুপ্রেরণা” রোনালদো

ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর মানসিক শক্তি, ফুটবলের প্রতি তার নিবেদন ও পেশাদারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পিএসজি প্রেসিডেন্ট নাসের আল-খেলাইফি। তার মতে, ভবিষ্যৎ অ্যাথলেটরা ইউভেন্তুসের পর্তুগিজ তারকাকে উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারে।পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী রোনালদো লিগ শিরোপা জিতেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও বর্তমান ক্লাব ইউভেন্তুসের হয়ে।৩৫ বছর বয়সী এই তারকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন পাঁচবার; রিয়াল মার্দ্রিদের হয়ে চারটি, অন্যটি ইউনাইটেডের হয়ে। গত মৌসুমে ইউভেন্তুসের সেরি আ ও ইতালিয়ান সুপার কাপ জয়ে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার জন্য ক্যারিয়ার জুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন রোনালদো। ফ্রেঞ্চ ফুটবলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এবার তার প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন আল-খেলাইফি।“বছরের পর বছর ধরে সে যেভাবে লক্ষ্যে স্থির থেকে কাজ করে চলেছে তা অনন্য। অসাধারণ চারিত্রিক গুণ।”“ক্যারিয়ারে আরও উন্নতি করতে সে সবসময় অনুপ্রাণিত থাকে এবং নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। তার এমন অদম্য মানসিকতার প্রশংসা করি। ভবিষ্যতের সব অ্যাথলেটদের জন্য সে দারুণ এক উদাহরণ।”

করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে সেরি আ মৌসুম স্থগিত হওয়ার আগে ২২ ম্যাচে ২১ গোল করেন রোনালদো। সব প্রতিযোগিতা মিলে মৌসুমে করেছেন ২৫ গোল।

2nd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by Sri Subrata Sen, Forest Ranger, Assistant Wildlife Warden, Abhoya Wildlife Range under Trishna Wildlife Sanctuary Vide his O.R. No. 22/AWLR/2019-20 dated, 24/02/2020 has seized a vehicle beari4Rg Registration No. TR-07-B-1637 Manaipathar area under Manaipathar Beat on 27/12/2019 at about 07:30 PM for illegally carried Fire wood over 2.295 cum. Upon enquires by the Forest Ranger along with the other staffs of VVLPU. Joychandpur and Rajnagar Wildlife Range it was found that the said vehicle was carrying illegally Fire wocd over 2.295 cum without any permission of Forest Department and without GP / IP. Then the said vehicle had been detained and brought in the safe custody as the said vehicle was involved in illegal carrying of Forest produce. WHEREAS, a claimant notice was issued vide this office order No.F.11-7/TVVLS/TR-07B-1637/0R/For-.2019-20/8137-178 dated, 07/03/2020 but no response had received from any one about the ownership of the above seized vehicle. NOW THEREFORE, once again it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR-07B-1637 to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur), within 15(fifteen) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle. It the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the .undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

Issued under my seal & signature of this day on vo 2020

ICA/D-94/2020-21

(A.Debnath, TFS) Authorized Officer Wildlife Warden Trishna Wildlife Sanctuary Joychandpur

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 02/EE/DWS/BLN/ 2020-21.

Sl No	Name of the work and DNIT No	Estimated cost	Last date of receiving of application	Last date of issue of Tender Form	Last date of Dropping of Tender
01.	R/Mtc. of NRDWP/ RWS Scheme/ S.H.: Hiring of Maruti Van (Omni / Eeco) model not earlier than 2014 for DWS Sub-Division, Rupaichari for the period of 1 (One) year (3rd Call). DNIT NO:- 12/EE/DWS/BLN/2019-20	₹ 2,98,080/-	Upto 4.00PM on 29.05.2020	Upto 4.00PM on 02.06.2020	Upto 3.00PM on 04.06.2020

All other necessary information can be seen in the Office of the Executive Engineer, DWS Division, Belonia during office hour.

ICA/C/282/2020-21
"Conserve Water and Save Life"

(Er. T.Chakma)
Executive Engineer
DWS Division Belonia Belonia,
South Tripura

PNIT No:- 01/PNIeT/EDDWS/BLN/2020-21

Percentage rated e-tender in single bid are invited for the following works:-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Tender Fee	Deadline for online biding	Place, Time& date of opening of online bid	Website for online biding	Class of Bidder
1	DNIT No: 01/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 9,68,520.90	₹ 9,685.00	₹ 1,000.00	Up to 15.00 Hrs on04.06.2020	At 15.30 Hrs on 04.06.2020 if possible. Office of the Executive Engineer, DWS Division, Belonia	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class / category as per NIe-T
2	DNIT No: 02/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 6,72,804.50	₹ 6,728.00					
3	DNIT No: 03/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 9,64,261.70	₹ 9,643.00					
4	DNIT No: 04/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 8,14,560.30	₹ 8,146.00					
5	DNIT No: 05/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 4,85,000.50	₹ 4,850.00					
6	DNIT No: 06/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 15,42,002.16	₹ 15,420.00					
7	DNIT No: 07/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 11,97,641.01	₹ 11,976.00					
8	DNIT No: 08/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 14,50,463.27	₹ 14,505.00					
9	DNIT No: 09/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 6,20,365.18	₹ 6,204.00					
10	DNIT No: 10/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 6,97,995.70	₹ 6,980.00					
11	DNIT No: 11/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 6,83,955.45	₹ 6,840.00					
12	DNIT No: 12/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 3,16,466.10	₹ 3,165.00					
13	DNIT No: 13/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 2,51,699.84	₹ 2,517.00					
14	DNIT No: 14/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 5,02,879.65	₹ 5,029.00					
15	DNIT No: 15/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 2,63,501.80	₹ 2,635.00					
16	DNIT No: 16/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 7,71,192.00	₹ 7,712.00					
17	DNIT No: 17/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21	₹ 8,21,792.00	₹ 8,218.00					

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.triporatenders.gov.inatfree of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenderssov.in For details please visit www.tripuratenders.Eov.in for any query please contact :- 03823-224-812

For and on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-281/2020-21

(Er. T. Chaktual) Executive Engineer DWS Division, Belonia &Ionia, South Tripura

`Conserve Water and Save Life'

মঙ্গলবার আগরতলা রেল স্টেশনে চলছে গোটা ট্রেনে সেনিটাইজেশন। ছবি- নিজস্ব।

অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। এখন আমাদের সামনে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রথমত, কোভিড-১৯ জনিত সঙ্কট দূর করা এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ হওয়া সত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর নেতৃত্বে ভারত এখন পর্যন্ত সেই লড়াই সঠিক দিশায় এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বিভিন্ন ঘোষণা সম্পর্কে সচিবালয়ে আজ একথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। সেজন্য রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এভং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ২০ লক্ষ কোটি টাকা প্যাকেজের মূল উদ্দেশ্য হল স্ব-নির্ভরতা, স্থানীয়ভাবে প্রচারে নিয়ে আসা। সেই কাজটাই যদি সঠিকভাবে করা যায় তাহলে দেশ ও ত্রিপুরা সহ সমস্ত রাজ্য স্বনির্ভর হবে। ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আনারস, হস্তুতাঁত ইত্যাদি ক্ষেত্রকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে আয়ের বিরাট পথ খুলে যাবে। তাছাড়া কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রধানমন্ত্রীও আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সাংবাদিক সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এমএসএমই বা অতি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা জিডিপিতে এমএসএমই-র বিশেষ যোগদান রয়েছে। কয়েক বছডআগের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে জিডিপিতে এমএসএমই-র যোগদান ছিল ২০.৬৩ শতাংশ এবং উৎপাদন নির্ভর ক্ষেত্রে এমএসএম-ইর যোগদান দেখা গেছে ৬.১১ শতাংশ। অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রের পরেই হচ্চে এমএসএমই ক্ষেত্র।

১১.১০ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এই ক্ষেত্র। আমাদের যদি জিডিপি, উৎপাদন ইত্যাদি বাড়াতে হয় সেক্ষেত্রে এমএসএমই-র ভূমিকা থাকবে গুরুত্বপূর্ণ। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, আরো বড় পদক্ষেপ হল আয়ের সীমাকে বাড়িয়ে দিয়ে এমএসএমই-র সংজ্ঞা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে যাতে আরো বেশি সংখ্যায় ইউনিট এমএসএমই-র আওতায় আসতে পারে। যাতে আরো বেশি কর্মসংস্থান হতে পারে সেজন্য এমএসএমই-র নির্দেশিকা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। আরো একটি বড় পদক্ষেপ হল ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত টেন্ড্রারকে ভারতবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাতে মেক ইন ইন্ডিয়া কে আরো জোর দেওয়া যায়। এর আগেও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে গরীব কল্যাণ যোজনায় স্বসহায়ক দলের ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত অর্থনীতির ক্ষেত্রই একটি চেইন ব্যবস্থায় চলে। তাই সমস্ত ক্ষেত্রের উপর জোর দিতে হয়। বিদ্যুৎ হলো আরো একটি ক্ষেত্র যার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানীগুলির জন্য ৯০,০০০ কোটি টাকার লিকুইডিটি দেওয়া হয়েছে। তেমনি ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে এমএসএমই-র উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অসমে একদিনে শনাক্ত ৩৯ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৫৪

গুয়হাটি, ১৯ মে (হি. স.) : রাজ্যে মঙ্গলবার একদিনে এখন পর্যন্ত ৩৯ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। আজ রাত ৭:৪৫ মিনিটে সর্বশেষ টুইট আপডেটে এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এবার নতুন আরও ১৩ জনের শরীরে ধরা পড়েছে এই মারণ ভাইরাসের উপস্থিতি। পজিটিভ সব রোগী সরুসজাই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। তাঁদের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

গুয়াহাটির যে তিনজনের শরীরে এই ভাইরাস ধরা পড়েছে তাঁদের দুজন গতকাল প্রয়াত ক্যানসার আক্রান্ত গোপীন্দ্রচন্দ্র মালাকারের স্ত্রী ও মেয়ে। রাজ্যে আজ এ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ১০৭ জন চিকিৎসাধীন। এছাড়া সুস্থ বলে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ইতিমধ্যে ছুটি দেওয়া হয়েছে ৪১ জনকে। চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুজন অভিবাসী।

আমেরিকায় ৯০ হাজার ছাড়ালো করোনায় মৃত্যু সংক্রমিত ১.৫ মিলিয়ন

ওয়াশিংটন, ১৯ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে ত্রস্ত আমেরিকায় ধীরে ধীরে কমছে মৃত্যুর সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ৭৫৯ জন। নতুন করে ৭৫৯ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৯০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

মঙ্গলবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭৫৯ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ৯০ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় ধীরে ধীরে হলেও বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১.৫ মিলিয়নের বেশি।

বিহারে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে উল্টে গেল ট্রাক, অকাল-মৃত্যু ৯ জন শ্রমিকের

ভাগলপুর, ১৯ মে (হি.স.): বিহারের ভাগলপুর জেলায় ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষের জেরে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে গেল ট্রাক। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই ট্রাকে চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৯ জন শ্রমিকের। এছাড়াও অন্ততপক্ষে ২৪ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভাগলপুর জেলার নৌগাছিয়ার খরীক থানা এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে খরীক থানা এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাক বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় ট্রাকটি রাস্তার ধারে উল্টে যায়। ওই ট্রাকেই ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা, মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ২৪ জন আহত হয়েছেন। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

‘শ্রমিক স্পেশ্যাল’ ট্রেন চালাতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন নেই : রেল

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : এবার থেকে গন্তব্য রাজ্যের উদ্দেশে ‘শ্রমিক স্পেশ্যাল’ ট্রেন চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হবে না বলে জানাল রেল। মঙ্গলবার রেলের মুখপাত্র রাজেশ বাজপেয়ী বলেন, ‘শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন চালানোর জন্য যে স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়া সেই রাজ্যের সম্মতির বাধ্যতামূলক নয়। নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) অনুয়ায়ী গন্তব্য রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হবে না।’

‘শ্রমিক স্পেশ্যাল’ ট্রেন নিয়ে প্রথম থেকেই বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে তরজা বেঁধেছে বিজেপি শাসিত সরকারের। রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড় শ্রমিক ট্রেনের অনুমতি দিচ্ছে না। যদিও বিরোধী সরকারগুলি সেই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে।

এই অবস্থায় মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রের তরফে একটি এসওপি জারি করে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নোডাল কর্তৃপক্ষ তৈরি করবে এবং শ্রমিকদের পাঠানো ও গ্রহণের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। নয়া এসপি-তে জানানো হয়, ট্রেনের সূচি, কোথায় দাঁড়াবে, কোথায় যাবে - পুরোটা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রেল মন্ত্রক। তবে তার আগে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে প্রয়োজন জানা হবে। তারইমধ্যে রেলের নয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন মহলে অবশ্য প্রশ্ন উঠছে।

মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

২৬ মে থেকে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজ শুরু করবে খাদ্য দপ্তর ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে অর্থাৎ প্রতি কেজি ১৮টাকা ১৫ বয়সা দরে ২০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি জানান, চলতি মাসের ২৬ তারিখ থেকে এই ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। ২০ হাজার মেট্রিকটন ধান প্রকিউরমেন্ট বাবদ সরকারের ব্যয় হবে ৪১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। মন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, বর্তমান সরকাররে অন্যতম লক্ষ্য হল গ্রাম, গরীব ও কৃষকের উন্নয়ন।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত সরকারের লক্ষ্যেরই বাস্তব রূপায়ণ। মন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বেই কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই অনুযায়ী বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই কৃষকদের কল্যাণে তাদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা শুরু করে। বর্তমান সরকারই ত্রিপুরায় প্রথমবারের মত এই প্রক্রিয়া শুরু করে। এতে কৃষকরা যেমন উপকৃত হয়েছেন তেমনি ধানচাষের প্রতি বেড়েছে তাদের আগ্রহ। মন্ত্রী শ্রীনাথ তথ্য দিয়ে জানান, ২০১৮-১৯ থেকে শুরু করে তিন কিস্তিতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা বাবদ কৃষকরা সরাসরি ৭১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্যের আটটি জেলায় ২১টি সেন্টারের মাধ্যমে ২৬ মে থেকে ধান প্রকিউরমেন্ট শুরু করবে খাদ্য দপ্তর। একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৩ মেট্রিকটন ধান সহায়কমূল্যে বিক্রি করতে পারবেন। মন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, রাজ্য সরকার এই প্রকিউরমেন্ট করার ফলে একদিকে যেমন কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন অন্যদিকে রাজ্যের মধ্যেই এই ধান প্রকিউরমেন্ট করার ফলে মিলিং প্রক্রিয়ার সাথে যুক্তরাও উপকৃত হচ্ছেন।

মন্ত্রিসভার অন্য দুটি সিদ্ধান্তের কথাও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জানান। তিনি বলেন কৃষি কৃষক কল্যাণ দপ্তরে এগ্রিকালচারেল অফিসার টিএএফসি, গ্রেট-১ পদের অনুমোদিত পদ রয়েছে ৩৮৩টি। বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ১৩৮ জন। দীর্ঘদিন ধরে শূণ্য পদগুলি পূরণ করা হচ্ছিলনা। মন্ত্রিসভা অনুমোদিত পদ থেকে ৬৩টি পদে টিপিএসসি এর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। সংরক্ষণ প্রথা মেনেই এই পদে নিয়োগ করা হবে।

যান সন্ত্রাসে গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মে।। প্রতিদিনই ঘটে চলছে দূর্ঘটনা। ফের নিত্য যান সন্ত্রাসে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন দুই ব্যক্তি। ঘটনা মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর বি এস এফ ক্যাম্পের সামনে। আহত দুই ব্যক্তির নাম নেপাল দেবনাথ (৩৩) ও বাদল দেবনাথ (৪২)।

জানাগেছে, নেপাল দেবনাথ নামের এক পথচারী পায়ে হেটে আসছিল। এমন সময় বাদল দেবনাথ নামের এক ব্যক্তি তার টিআর-০৭ এ-৬৬৯৮ নাম্বারের স্কুটি নিয়ে নেপাল দেবনাথকে পেছন দিয়ে ধাক্কা দেয়। এতে দুইজনেই আহত হলেও স্কুটির চালক বাদল দেবনাথের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। এখানেই রয়েছে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিস। জানাগেছে, এই সময় নাকা পয়েন্টে ডিউটিতে ছিল ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা। হঠাৎ বিকট শব্দ পেয়ে ট্রাফিক কর্মীরা এগিয়ে যায় সামনের দিকে। এবং দুইজনই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছিল। ট্রাফিক পুলিশরা খবর দেয় বিশালগড় দমকল দপ্তরে। জরুরীকালিন কল পেয়ে ঘটনারস্থলে ছুটে যায় দমকল কর্মীরা। এবং আহত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের রেফার করা হয় হাপানিয়া স্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে। জানাগেছে, নেপাল দেবনাথের বাড়ি দুই নং গেইট এলাকায়। উল্লেখ্য, এই জায়গায় কিছুদিন পর পরই ঘটে চলছে ছোট বড় দূর্ঘটনা।

বিশালগড়ে ওবিসি কর্পোরেশনের উদ্যোগ অটো প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। মঙ্গলবার বিশালগড় এর কালীবাড়ি স্কুল মাঠে ওবিসি করপোরেশনের পক্ষ থেকে ১২ জন শ্রমিকের হাতে অটো রিস্কা তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওবিসি করপোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওবিসি

ছয়ের পাতায় দেখুন

আন্তঃরাজ্য সীমান্ত টপকে ত্রিপুরা থেকে অসমের পাথারকান্দিতে গিয়ে আটক আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ মে।। লকডাউনকে উপেক্ষা করে অসম ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকা টপকে পাথারকান্দিতে বিভিন্ন ব্যক্তিদের আনাগোনা অব্যাহত থাকায় স্থানীয় জনমনে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সঙ্গে বিরাজ করছে চাঞ্চল্য। প্রতিবেশী দুই রাজ্যের সীমান্ত এলাকা সিল করা সত্বেও ত্রিপুরা থেকে মানুষের অবাধে আগমণে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সচেতন মহলে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গত ১১ দিনে অবৈধ ভাবে অসমে প্রবেশের পথে পাথারকান্দির সোনাখিরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে মোট ১৫ জন ব্যক্তি। তাদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে সোনাখিরা পুলিশ চেকপোস্টের ইনচার্জ সুখেশ দাস আটক করে সার্কল প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে ধর্মনগরের কৃষ্ণপুর থেকে পায়ে হেঁটে গোলাঘাটের দুই পরিযায়ী শ্রমিক সোনাখিরায় পৌঁছলে তাদের আটক করে পুলিশ। তাদের হাতে কোনও টাকা না থাকায় চেকপোস্টের ইনচার্জ সুখেশ দাস নিজের পকেটের টাকা খরচ করে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম আকাশ কুর্মি ও অনন্ত কোঁওর। তারা জনৈক হানিফ উদ্দিন নামের ঠিকাদারের অধীনে সিমেন্টের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দুজনকে পাথারকান্দির স্বাস্থ্য বিভাগের হাতে সমঝে দিয়েছেন পুলিশ অফিসার। প্রসঙ্গত, অনুরূপ ভাবে গতকাল সোমবার বিকেলে ত্রিপুরার জিরানিয়া থেকে কাঁঠলতলি হয়ে আসার পথে সোনাখিরা পুলিশ চেকপোস্টে এসে ধরা পড়েন আরও চার ব্যক্তি সহ দুই চালক। তাঁরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নদীপথে অসমে প্রবেশের পর একটি অ্যাল্টো ও একটি অটো রিকশা ভাড়া করে অসমে প্রবেশের ফন্দি করে সোনাখিরায় এসে ধরা পড়েন। এঁরা হলেন দিলাল হুসেন, তপন দেব, আজিম উদ্দিন, অমলেন্দু দেব এবং জামাল উদ্দিন ও ফকর উদ্দিন। এদের প্রত্যেকের বাড়ি অসমের নিলামবাজারে বলে নিজেদের স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছেন আটকরা। পরে প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৯ মে নিজের বাড়ির টানে আগরতলা থেকে রেল সড়ক ধরে পায়ে হঁটে অসমে প্রবেশ করে পাথারকান্দির সোনাখিরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন চারজন। একই ভাবে গত ১৭ মে রাতের অন্ধকারের সুযোগকে হাতিয়ার করে ত্রিপুরার ধলাই জেলার হটস্পট জোন থেকে লরিতে করে অসমে প্রবেশ পথে আটকে পড়েন পশ্চিমবঙ্গের মালদার এক যুবক। এর পর একই ভাবে গতকাল সোমবার দুপুরবেলা ত্রিপুরা থেকে অসমে অবৈধ ভাবে প্রবেশের পর পুলিশের হাতে ধরা পড়েন পঞ্জাবের দুই ফেরিওয়ালা। এদিকে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সম্প্রতি প্রশাসনিক তরফ থেকে চোরাইবাড়ির অসম-ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকা সিল করে দেওয়ার পরও কাভাবে প্রায় প্রতিদিন রাজ্যে অবাধে ভিন রাজ্যের মানুষ আনাগোনা করেছেন তা বুঝতে পারছে না সচেতন মহল।

ভারতে ১ লক্ষ ছাড়াল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যু বেড়ে ৩১৬৩ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.): ভারতের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেল। বাড়তে বাড়তে মঙ্গলবার ভারতে ১ লক্ষ ছাড়াল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। প্রতিদিনই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে কোভিড-১৯-এ মৃত্যুর সংখ্যা। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩১৬৩ এবং সংক্রমিত ১০,১১৩৯ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩৯,১৭৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৯৭০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৩৪ জনের। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১০,১১৩৯ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৫,৮৮০২)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,১৬৩। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩৯,১৭৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৩,১৬৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে দু”জনের, বিহারে ৯ জনের, চন্ডীগড়ে ৩ জন, দিল্লিতে ১৬৮ জনের, গুজরাটে ৬৯৪ জনের, হরিয়ানায় ১৪ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ৩৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২৫২ জন, মহারাষ্ট্রে ১,২৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৪ জনের, পুদুচেরি একজন, পঞ্জাবে ৩৭ জন, রাজস্থানে ১৩৮ জনের, তামিলনাড়ুতে ৮১ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৫ জন, উত্তরাখণ্ডে একজন, উত্তর প্রদেশে ১১৮ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৪৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-প্রকোপে মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি এখনও সবচেয়ে শোচনীয়। মহারাষ্ট্রে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫,০৫৮, দিল্লিতে ১০০৫৪, তামিলনাড়ুতে ১১৭৬০, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৪৭৪ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ১০৭ জন, বিহারে ১৩৯১ জন, চন্ডীগড়ে ১৯৬ জন, ছত্তিশগড়ে ৯৩ জন, দাদর নগর হাভেলিতে একজন, গোয়ায় ৩৮ জন (সুস্থ ৭ জন), গুজরাটে ১১৭৪৫ জন, হরিয়ানায় ৯২৮ জন, হিমাচল প্রদেশে ৯০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ১২৮৯ জন, ঝাড়খণ্ডে ২২৩ জন, কেরলে ৬৪০, কর্ণাটকে সংক্রমিত ১২৪৬ জন, লাদাখে ৪৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৫২৩৬ জন, মণিপুরে ৭ জন (দু”জন সুস্থ), মেঘালয় ১৩ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৮৭৬ জন, পুদুচেরিতে ১৮ জন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা, রাজৌরিতে যোগ্য প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ১৯ মে (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার সুন্দেরবানি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ মঙ্গলবার সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয় গোলাগুলি বর্ষণউ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে রাজৌরি জেলার সুন্দেরবানি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনী। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ প্রসঙ্গত, বিগত ১২ ঘন্টার মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করল পাক সেনাবাহিনী। এর আগে পুঞ্চ জেলায় হামলা চালিয়েছিল পাক সেনা। সোমবার রাতে পুঞ্চ জেলার গুলপুর সেক্টরে হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের কাছে রকেট হামলা, হতাহতের কোনও খবর নেই

বাগদাদ, ১৯ মে (হি.স.): ইরাকের রাজধানী বাগদাদের গ্রিন জোনে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের কাছে ফের রকেট হামলা। রাজধানী বাগদাদের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের কাছে রকেট হামলায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বাগদাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।

রকেট হামলার পরই মার্কিন দূতাবাস কম্পাউন্ডে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে বাগদাদের গ্রিন জোনে মার্কিন দূতাবাসের কাছে রকেট হামলা চালানো হয়। রকেট হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই। হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনও সন্ত্রাসী সংগঠন।

সারা ভারত কৃষি মজুর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস বিলোনীয়াতেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ মে।। ক্ষেত মজুরদের কাজ ও মজুরীর নিশ্চয়তার দাবি সহ ক্ষেত মজুরের জন্য কেন্দ্রীয় আইনের দাবির স্লোগানে সারা ভারত কৃষি মজুর ইউনিয়নের ৪১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার সাথে বিলোনিয়াতেও পালিত হয় মঙ্গলবার। সারা ভারত কৃষি মজুর ইউনিয়নের ডাকে এদিন সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় অফিস প্রাঙ্গনে সংগঠনের পতাকা ও শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নেতৃত্বরা।১৯৮০ সালে ১৯ই মে উদয়পুরে রাজ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন। প্রথম অবস্থায় বারো হাজার সদস্য নিয়ে চলা শুরু করলে পরিসরে বৃদ্ধি পেয়ে আড়াই লক্ষের উপরে পৌঁছায় সদস্য সংখ্যা। কত চড়াই উতরাই পেরিয়ে গুটি গুটি পায়ে পা রাখলো ৪১বছরে।

প্রসঙ্গত ১৮ই মে এদিনেই ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা হোচিমিনের জন্মদিন। পাশাপাশি এই দিনেই শিলচরে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে ১১জন শহীদ হন। শিলচরের ভাষা শহীদদের শহীদ দিবস এই স্মরনীয় দিনগুলিকে স্মরনের মধ্য দিয়েই রাজ্যজুড়ে সারা ভারত কৃষি মজুর ইউনিয়নের পালিত হলো এই ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস। ইউনিয়নের পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি মজুর ইউনিয়নের নেতা দীপঙ্কর সেন। এরপর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কৃষি মজুর ইউনিয়নের নেতা দীপঙ্কর সেন , সুবল রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সাংবাদিকদের জন্য সুরক্ষা সামগ্রি সরবরাহ করলেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক

আগরতলা, ১৯ মে।। রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য মাস্ক ও স্যানিটাইজর সরবরাহ করলেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক তথা ত্রিপুরা বডি বিল্ডারস এসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক তনয় দাস। মঙ্গলবার মন্ত্রী রতন লাল নাথের হাত ধরে এই সুরক্ষা সামগ্রি তুলে দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের হাতে। এদিন সকালে মন্ত্রীর কৃষ্ণনগরস্থিত বাসভবনে সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের হাতে এই সুরক্ষা সামগ্রি তুলে দেওয়া হয়েছে। এসোসিয়েশনের তরফে মাস্ক ও স্যানিটাইজরগুলি বিলি করা হবে রাজ্যের সব কয়টি মহকুমায় কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্যে। ক্রীড়া সংগঠক তনয় দাসের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের স্বার্থে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান রেখেছেন তিনি।

হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, স্বীকারোক্তি ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৯ মে (হি.স.): হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যথার্থ নয় ম্যালেরিয়ার ওষুধ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, এমনই মত ট্রাম্প সরকারের বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু, ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই নিচ্ছেন হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মেলেনি, তাঁর শরীরে কোনও উপসর্গও দেখা যায়নি। যদিও, ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রায় দেড় সপ্তাহ ধরে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিচ্ছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, আমি প্রতিদিন একটি করে বড়ি নিচ্ছি। আমি মনে করি এটাই ভগবান। আমি অনেক ভালো গল্প শুনেছি।”।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।